

দুরন্ত বার্তা

সোদপুরে শিশু খুন

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ২২ জানুয়ারি : বাড়িতে মায়ের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় পরিচিত কাবাকে দেখে ফেলেছিল বছর দশের বালক। তাই, অবৈধ সম্পর্কের একমাত্র প্রমাণ লোপাট করতে কিশোর অভয় দাসকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার মত নির্মম সিদ্ধান্ত নেয় মায়ের প্রেমিক বিনোদ রায়। সেই পরিকল্পনা মত অভয়কে তুল বুঝিয়ে পানিহাটির রাসমনি মোন সলগ্রা গোসালা মাঠে নিয়ে গিয়ে ব্লো দিয়ে গলা চিড়ে নুশংস ভাবে খুন করে সে। তারপর মৃতদেহ ফেলে দিয়ে যায় খড়দহ পুরসভার ৬নম্বর ওয়ার্ডের মাঠপাড়ার ভাগাড়ে। বুধবার সকালে সেই ভাগা। থেকে কিশোরের রক্তাক্ত পচা-গলা দেহ উদ্ধার হতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

প্রসঙ্গত, রহনা থানার বন্দিপুর লাল ইটখোলা এলাকা বাসিন্দা পুনমদেবী পেশায় ফুচকা বিক্রেতা। তাঁর স্বামী বিশেষভাবে সক্ষম। পরিবারে ছেলে অভয় দাস ও তার এক দিদিও রয়েছে। পুনমদেবী

অভিযোগ করেছিলেন, গত শনিবার সন্ধ্যায় শেখবার তার ছেলে অসুখে এলাকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে আর খোঁজ মেলেনি কিশোরের। এনিয়ে রাতেই তিনি

রহড়া থানায় অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। তারপর থেকেই পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও সোর্স ইনফরমেশনের সাহায্যে জানতে পারে পরিবারের পরিচিত বিনোদের সঙ্গেই শেষ বার দেখা গিয়েছিল অভয়কে। এই খবর জানা মাইই গত সোমবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে ধৃত স্বীকার না করলেও পরে সিসি ক্যামেরার ফুটেজের প্রমাণ দেখালে সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরেরদিন মঙ্গলবার বিনোদকে বারাকপুর আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে চাইলে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বিনোদকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারী জানতে পারেন, পুনমদেবীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক। বাড়িতেও বাতায়ত ছিল বিনোদের। কিন্তু পরিবার সে কথা জানত না। এমনই একদিন পুনমের বাড়িতে গিয়ে বিনোদের সঙ্গে মায়ের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত দেখে ফেলে অভয়। তারপর থেকে কাবা বলে পরিচিত বিনোদের সঙ্গে কিশোরের মেলামেশার আচরণ পাষ্টালে অবৈধ সম্পর্ক জানাজানি হওয়ার আশঙ্কায় সে খুনের সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমত গত শনিবার সে কিশোরকে খেলার মাঝেই ডেকে বুঝিয়ে পানিহাটির গোসালা মাঠে নিয়ে গিয়ে ব্লো দিয়ে গলায় একের পর এক কোপ দিয়ে খুন করে। তারপর মৃতদেহ বস্তায় ভরে সাইকেলে করে সে খড়দহের ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি তনয় চট্টোপাধ্যায় শুধুমাত্র জানিয়েছেন, ধূমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত চলছে। যদিও, কিশোর খুনের ষড়যন্ত্রে প্রেমিকের সঙ্গে মা যুক্ত রয়েছে কিনা এই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টে হল না আর জি কর শুনানি, ফের কবে উঠবে মামলা?



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : লিস্টে থাকলেও বুধবার সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর শুনানি হল না। মামলার শুনানি এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল বলে আদালত সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। আগামী ২৯ জানুয়ারি বুধবার দুপুর দুটোয় মামলাটি শোনা হবে বলে জানাল প্রধান বিচারপতি সুজীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেডি বিশ্বনাথনের বৈধ। ডিসেম্বরে শেখবার আর জি কর ইস্যুতে শীর্ষ আদালতের দায়ের করা স্বতঃ প্রণোদিত মামলার শুনানি হয়েছিল। সেসময় আদালত জানায়, জুনের তৃতীয় সপ্তাহে মামলাটি ফের শোনা হবে। তবে এ মধ্যে কোনও পক্ষ যদি নতুন করে কোনও অভিযোগ জানাতে চায়, বা মামলা সংক্রান্ত নতুন কোনও তথ্য পেশ করতে চায় তাহলে সেই সুযোগ দেওয়া হবে।

সূত্রের খবর, নির্মাতার বাবা-মা শীর্ষ আদালতে নতুন করে এই মামলা নিয়ে নিজদের বক্তব্য জানানোর আর্জি জানিয়েছেন। সেই আর্জি মেনেই বুধবার মামলাটি শোনার কথা ছিল। এদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে ৪২ নম্বরে মামলাটি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলাটি শুনল না ডিভিশন বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, মামলার পরবর্তী শুনানি হতে চলছে আগামী বুধবার। সোমবারই সেই মামলায় দোষী সঞ্জয় রায়কে আত্মত্যা কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে নিম্ন আদালত। সেই রায়ের অনশ্য কোনও পক্ষই খুশি নয়। আদালত কেন আর জি করের ঘটনাকে ‘মধ্যে বিরলতম’ অপরাধ হিসাবে গণ্য করল না তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। সেসব প্রশ্ন আগামী বুধবার শীর্ষ আদালতে ওঠে কিনা সেদিকে নজর থাকবে। তবে শীর্ষ আদালত এ পর্যন্ত মূল মামলায় হস্তক্ষেপ করেনি। নিম্ন আদালতেই মামলা চলার পক্ষপাতী ছিল। নিম্ন আদালতে শুনানি শেষে আবার হাই কোর্টে সঞ্জয়ের ফাঁসি চেয়ে মামলা করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার সেই মামলার বৈধতা নিয়ে শুনানি হবে কলকাতা হাই কোর্টে। এর পর সুপ্রিম কোর্ট মূল মামলা নিয়ে কোনও মন্তব্য করে কিনা সেটিই দেখার বিষয়।

সীমান্তের ১৫০ গজে যেতে পারবেন শুধু কৃষকরাই, সিদ্ধান্ত বিএসএফ-বিজিবির



দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২২ জানুয়ারি : কয়েকদিন ধরেই সীমান্তে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ উঠে বড়ার গার্ড বাংলাএনের (বিজিবি) বিরুদ্ধে। মালদহের সুখদেবপুর থেকে কোচবিহারের মেশলিগঞ্জ পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা উত্তপ্ত। ফসল চুরির অভিযোগে দুদশের কৃষকরা গালিগালাজে জড়ায়। পাথর ছোড়াছুড়ি করে। আজ বুধবার এই সমস্যা সমাধানেই আলোচনায় বসেছিল বিজিবি ও বিএসএফ। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজশাহী ও মালদা সেক্টরে সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে কৃষক ছাড়া অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না। জানা গিয়েছে, সীমান্তে শান্তি রাখতে সোনা মসজিদ বিওপির সম্মেলন কক্ষে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠকে বসে দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বৈঠকে বিজিবির প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেন রাজশাহীর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহম্মদ ইমরান ইবনে এ রউফ এবং বিএসএফের পক্ষে ছিলেন মালদা সেক্টরের ডিআইজি অরুণ কুমার সৌতাম। এদিনের বৈঠকের পর বিজিবির মহানন্দা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল গোলাম কিবরিয়া গণমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে জানান, সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে বাংলাদেশি এবং ভারতীয় কৃষক ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না বলে দুপক্ষ একমত হয়েছে। সেই সঙ্গে সীমান্তের যেকোনও সমস্যায় বিজিবি এবং বিএসএফের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা, সংবাদমাধ্যমে গুজব না ছড়ানো, স্থানীয় জনগণের অনুপ্রবেশ ও মাদক চোরালান আটকানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, গত ১৮ জানুয়ারি বিএসএফ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে সুখদেবপুর সীমান্তের কাঁটাতার বিহীন এলাকায় ভারতীয় কৃষকরা চাষ করতে যান। ওপারে কাজ করছিলেন বাংলাদেশি কৃষকরাও। সেই সময় ফসল চুরির অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। দুপক্ষেরই প্রচুর কৃষক জড়ো হন সীমান্তে। শুরু হয় ইটবৃষ্টি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিএসএফ। আসেন বিজিবির জওয়ানরাও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন তাঁরা। আগামীতে এই রকম ঘটনা ঘটলে কৃষকরা যেন বিএসএফকে জানায়, সেই কথা বলা হয়েছে স্থানীয় চাষিদের। প্রসঙ্গত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৯৬৩ কিলোমিটার অংশই কাঁটাতার বিহীন অবস্থায় রয়েছে। সম্প্রতি সীমান্তে তেমন কিছু এলাকায় বিএসএফ কাঁটাতার বাসনোর কাজ শুরু করলে বিজিবির সঙ্গে সংঘাত বাধে। কাঁটাতারের বিষয়ে আপত্তি জানায় বড়ার গার্ড বাংলাদেশের জওয়ানরা। এই অশান্তির জেরে একে ওপরের রাষ্ট্রদূতের তলব করে দুদেশই। ঢাকাকে কড়া বার্তা দেয় ভারত।

কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : ২০২৫-২৬ মরশুমে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন মিলল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা এই অনুমোদন দিয়েছে। এই মরশুমে কাঁচা পাট (টিডি-৬ প্রভে)-এর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারিত হয়েছে কুইন্টাল প্রতি ৫ হাজার ৬০০ টাকা, যা গা উপাদান বায়ের তুলনায় ৬৬.৮ শতাংশ বেশি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিকের শোষণ অনুযায়ী, কৃষি পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য উপাদান বায়ের অন্তত দেড় গুণ হতে হবে। ২০২৫-২৬ বিপণন মরশুমে কাঁচা পাটের

ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আগের মরশুমের তুলনায় কুইন্টাল প্রতি ৩১৫ টাকা বেশি। ২০১৪-১৫'য় কুইন্টাল প্রতি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল ২ হাজার ৪০০ টাকা। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বার্ষিক ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত কৃষকদের ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত এ বার্ষিক ৪৪১ কোটি টাকা দেওয়া হয়। পাট শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ৪০ লক্ষ কৃষক পরিবার। পাটকল ও বাগিচার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ৪ লক্ষ শ্রমিক।

জঙ্গলে বায়ুসেনার নোটস ‘অনুপ্রবেশকারীদের গুলি করা হবে’ মমতা বললেন, ‘আনহেলদি লাইন’

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি : ‘অনুপ্রবেশকারীদের গুলি করা হবে’, বঙ্গার জঙ্গলে এমনই নোটস দিয়েছে বায়ুসেনা। আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে তা নিয়েই ফুঁসে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, এয়ারফোর্স কীভাবে এমন নোটস দিতে পারে? বলেন, আনহেলদি লাইন। এদিন বঙ্গায় হোম স্টে, রিস্ট, হোটেল নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতা নিয়েও মুখ খুললেন তিনি। বললেন, কে বাড়িতে হোম স্টে করবে, সেটা তার সিদ্ধান্ত। এখানে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।

‘অনুপ্রবেশকারীদের গুলি করা হবে’ বোর্ড নিয়ে এদিন এয়ারফোর্সকে রীতিমতো কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বনদপ্তর, ডিএম, এসপি কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে এয়ারফোর্স কীভাবে আমাদের জায়গায় এমন নোটস দিতে পারে? তাছাড়া এই লাইনটা ভীষণ আনহেলদি। এরকম নোটস দেওয়া যায় কি? কেনপরি বায়ুসেনাকে হুঁশিয়ারি দেন মমতা। বলেন, যদি পরিকল্পনা করে কেউ একাজ করে থাকে তাহলে এমন ভাবার কারণ নেই যে আমরা ছেড়ে

দেবা। এই ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানান তিনি।



বঙ্গায় হোম স্টে, রিস্ট, হোটেল নিয়ে জটিলতা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। একাধিক হোটেল, হোম স্টে বন্ধের নোটস দেওয়া হয়েছে। জল গড়িয়েছে আদালতে। যার জেরে ভোগান্তির শিকার পর্যটকরা। বুধবার আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে এই সমস্ত ইস্যুতেই সরব হতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে। কেন হোম স্টে বন্ধ করা হবে? তা নিয়েও এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মমতা। একাজ করে থাকে তাহলে এমন বাড়িতে হোম স্টে করবে, সেটা

তার সিদ্ধান্ত। এখানে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের কোনও আপত্তি

থাকতে পারে না। এরপরই যাদের হোম স্টে বন্ধ করা হচ্ছে, তাঁদের আদালতে গিয়ে লড়াই করার কথাও বলেন তিনি। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, জঙ্গল সাফ করে যদি কোথাও আবাসন গড়ে তোলা হয়, তাতে যে বা যারা বিল্ডিং প্লানে অনুমোদন দেন, তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের থেকে জঙ্গল সাফারির নামে বাড়তি টাকা নেওয়া যাবে না বলেও সাফ

মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়ি ভাঙচুর, কেউ পাঠায়নি’, দাবি হামলাকারীর

দুরন্ত বার্তা, আসানসোলেঃ মন্ত্রী মলয় ঘটকের আসানসোলের আপনার গাউনের বাড়িতে হামলা। তাঁর বাড়ির অফিসের টেবিলের কাচ ভাঙচুর করা হয় বলেই অভিযোগ। এই ঘটনায় এক যুবককে আটক করেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। খোদ মন্ত্রীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই বড়সড় প্রশ্নটিছের মুখে নিরাপত্তা। তবে আইনমন্ত্রীর চোটাখাত লাগেনি। তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছেন।

বুধবার দুপুরে এক যুবক মন্ত্রীর আসানসোলের আপনার গাউনের বাড়ির সামনে পৌঁছায়। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চায় সে। তবে সাক্ষাতের জন্য আগাম সময় চেয়ে রাখা ছিল না যুবকের। সে কারণে নিরাপত্তারক্ষী তাকে বাধা দেয়। অভিযোগ, কিছুক্ষণের মধ্যে নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে মন্ত্রীর বাড়ি লাগোয়া অফিসে ঢুকে পড়ে ওই যুবক। মন্ত্রীর কার্যালয়ে থাকা টেবিলের কাচ ভাঙে সে। ভাঙচুরের শব্দ শুনে দৌড়ে আসেন নিরাপত্তারক্ষীরা। তাকে

হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। খবর পেয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল গ্রুপ দাস, এসপি সেন্ট্রাল বিশ্বজি নন্দরের নেতৃত্বে



আসানসোল দক্ষিণ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। মন্ত্রীর বাসভবনে নিরাপত্তা স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও ওই যুবক ঢুকে পড়ার ঘটনায় বড়সড় প্রশ্নটিছের মুখে

পুলিশ নিরাপত্তা। তা সত্ত্বেও কীভাবে সে ঢুকে পড়ল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও ওই যুবকের দাবি, তাকে কেউ পাঠায়নি। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ না

আজ সমবায় ক্ষেত্রের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা হবে

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ন্যাশনাল আর্থনাল কো-অপারেটিভ ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের দফতরের উদ্বোধন করবেন। এই অনুষ্ঠানে সমবায় ক্ষেত্রের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেরও সূচনা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মাধ্যমে সমৃদ্ধি’র মন্ত্রকে আরও জোরদার করবে এইসব উদ্যোগ। ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ উপলক্ষে বার্ষিক কর্মসূচির তালিকাও প্রকাশ করবেন অমিত শাহ। এর পাশাপাশি, দেশে ১০ লক্ষ নতুন বহু উদ্দেশ্যসাপক সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও সূচনা করবেন তিনি। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সাফল্যের ভিত্তিতে একটি তালিকা তৈরির কাঠামোয় প্রকাশ করা হবে ওই

দিন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের নিরলস প্রচেষ্টায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ন্যাশনাল আর্থনাল কো-অপারেটিভ ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন গড়ে তোলার কাজ হাতে নেয়। এর লক্ষ্য, শহরগুলোর সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে সহায়তা করা। এই উদ্যোগের আওতায় শহরগুলোর ১ হাজার ৫০০টি সমবায় ব্যাঙ্কে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত পরিকাঠামো আরও জোরদার করে তোলা হবে। সমবায় বর্ষের উদযাপন আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে তুলে ধরবে। এর ফলে, ভারতে সমবায় পরিমণ্ডল আরও জোরদার হবে। গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের কাজে গতি আনবে এইসব উদ্যোগ।

পাওয়ার পর এই কাজ করেছে সে। যদিও পুলিশের তরফে এই ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই যুবকের অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কিনা, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে ‘কারুর দাদাগিরি’ বরদাস্ত নয়

বিশেষ বৈঠকে চিনকে এমনই বার্তা দিল কোয়াড গোষ্ঠী

২২ জানুয়ারি : ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কোনওভাবেই দাদাগিরি বরদাস্ত করা হবে না, নাম না করে চিনকে এমনই বার্তা দিল কোয়াড গোষ্ঠী। ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারের প্রথম দিনেই ওয়াশিংটনে বৈঠকে বসেছিল কোয়াডের বৈঠক। এরপর যৌথ সাংবাদিক বৈঠক থেকে নাম না করে চিনকে বার্তা দেওয়া হল, কেউ যদি ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্য ঘটায়, তবে তা সহ্য করা হবে না। পাশাপাশি বৈঠক শেষে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানান, কোয়াডের

বৈঠকের পর স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, যে বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে বিশ্বের ভারত জন্ম কাল থেকে কোয়াড ওয়াশিংটনে বৈঠক শেষের পর বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর বলেন, ‘প্রশাসনের শপথের সময়ের মধ্যে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রমাণিত হয় বন্ধু রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে মার্কিন বিদেশনীতি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যাতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এবং সুস্থ বাণিজ্য হয় তা নিশ্চিত করতে বিস্তারিত আলোচনা হল

এদিন।’ পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, ‘লক্ষ্যে বৃহত্তর পদক্ষেপ ও আমাদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে তুলে ধরবে। এর ফলে, ভারতে সমবায় পরিমণ্ডল আরও জোরদার হবে। গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের কাজে গতি আনবে এইসব উদ্যোগ।



মজবুত করার লক্ষ্যে একমত হয়েছে আমরা। আজকের বৈঠক থেকে স্পষ্ট বার্তা গেল যে বিশ্ব

শান্তির লক্ষ্যে কোয়াড অন্যতম শক্তি হয়ে কাজ করবে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের পাশাপাশি ট্রাম্প প্রশাসনে বিদেশ সচিবের দায়িত্ব গ্রহণের পর এদিন বৈঠকে যোগ দেন মার্কো রুবি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইওয়ায়া এবং অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী প্যারি ওয়াশে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান ও আমেরিকা এই চার দেশ নিয়ে গঠিত কোয়াড। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের আগ্রাসনকে সামাল দিতে হাত রেখেছিল এই দেশগুলি। যদিও বাইডেন শাসনে

বার বার অভিযোগ উঠেছিল, কোয়াড ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। গত বছর জানুয়ারি মাসে কোয়াড বৈঠক হলেও তাতে যোগ দেয়নি আমেরিকা। বরং ভারতকে বাদ দিয়ে তৈরি হয় নয়া সংগঠন ‘এখানে জায়গা পায় ফিলিপিন্স। এর পর কোয়াডের অস্তিত্ব প্রশ্নের পড়ে। তবে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে চিনা আগ্রাসন ব্যাপক আকার নেওয়ায় ফের গুরুত্ব বাড়ে কোয়াডের। এর পর ট্রাম্প সরকারের প্রথম দিনেই ওয়াশিংটনে এই বৈঠক বুঝিয়ে দিচ্ছে মহাসাগরে শান্তি রক্ষায় কোয়াডের গুরুত্ব কতখানি।

হাই কোর্ট গুলিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে বিচারপতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত বেনজির পদক্ষেপের উদ্যোগ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : বিচারব্যবস্থার নিয়ে বেনজির পদক্ষেপের উদ্যোগ সুপ্রিম কোর্টের। এবার হাই কোর্ট গুলিতে অস্থায়ী ভিত্তিতে বিচারপতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল শীর্ষ আদালত। ২২৪-এ ধারা অনুসারে শীর্ষ আদালত অ্যাড হক বিচারপতি নিয়োগ



করতে পারে। মূলত মৌজদারি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আসলে বিচারপতি এবং বিচারবিভাগের কর্মীর অভাবে বছরের পর বছর দেশের বিভিন্ন হাই কোর্টে হাজার হাজার মামলা বুকে। এর মধ্যে অনেক মৌজদারি মামলা রয়েছে। অন্তত মৌজদারি মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে দেশের হাই কোর্টে ৩৫ বছরের পুরনো মামলাও বুকে রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের হাই কোর্টে বুকে থাকা মামলার পরিমাণ কয়েক লক্ষ। দ্রুত বিচারপতি নিয়োগ না হলে এই মামলার নিষ্পত্তি সম্ভব নয়।

সুপ্রিম কোর্ট বলছে, হাই কোর্টে হাজার হাজার মামলা বুকে থাকার প্রভাব

গিয়ে পড়ছে সংশ্লিষ্টনাগরিকগুলিতে। সেখানে হাজার হাজার বিচার্যাহীন

অভিযুক্ত বন্দি। সুবিচারের অপেক্ষায় বসে রয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। দ্রুত

আ্যড হক বিচারপতি নিয়োগ করে এই সমস্যা মেটাতে চায় সুপ্রিম কোর্ট।

এই নিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলের মতামতও জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট বলছে, ২২৪-এ ধারা অনুসারে বিচারপতি নিয়োগের অর্থ এই

নয় যে স্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে মামলার বোঝা

কমাতে অস্থায়ী নিয়োগও প্রয়োজন। শীর্ষ আদালতের তথ্য অনুযায়ী, এই

মুহূর্তে শুধু এলাকাহাবদ হাই কোর্টেই বুকে থাকা মামলার সংখ্যা ৬৩ হাজার।

২১ হাজার মামলায় তুলে পঞ্জাব-হরিয়ানা হাই কোর্টে। পাটনা, কলিকাতা হাই

কোর্টে ২০ হাজার করে মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। অন্যান্য আদালতগুলিতে

সম্মিলিত বুকে থাকা মামলার পরিমাণ লক্ষাধিক।

দেশের আগামী বাজেট মধ্যবিত্তদের জন্য উৎসর্গ করা উচিতঃ কেজরি

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : দেশের আগামী বাজেট মধ্যবিত্তদের জন্য উৎসর্গ করা উচিত। এমনটাই দাবি জানালেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৭টি দাবি জানাচ্ছি, প্রথমত, শিক্ষা বাজেট ২ থেকে বাড়িয়ে ১০



করতে হবে। সেসবকারি স্কুলের ফি সীমাবদ্ধ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, উচ্চ শিক্ষার জন্য তত্ত্বিও বৃত্তি প্রদান করতে হবে। কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, তৃতীয়ত, স্বাস্থ্য বাজেট ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা উচিত। স্বাস্থ্য বীমা থেকে ট্যাক্স অপসারণ করা উচিত। চতুর্থত, আয়কর ছাড়ের সীমা ৭ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকার করতে হবে। পঞ্চমত, নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে জিএসটি তুলে দিতে হবে। ষষ্ঠ, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি শক্তিশালী অবসর পরিকল্পনা এবং পেনশন স্কিম। দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা। সপ্তমত, প্রবীণ নাগরিকদের রেল ভ্রমণে ৫০ শতাংশ ছাড় দিতে হবে। বিজেপির বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানোর ও গুণ্ডামির অভিযোগ আনলেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি দাবি করে বলেছেন, দিল্লিতে ঐতিহাসিক পরাজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে বিজেপি।

উল্লেখ্য, কালকাজি বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী রমেশ বিধুরির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ এনেছেন অতিশী মারলেনা। সে প্রসঙ্গে কেজরিওয়াল বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বিজেপি যেভাবে গুণ্ডামি ও হিংসা ছড়াচ্ছে, অতিশী যা বললেন, এই ঘটনাগুলি শুধু তাঁর নির্বাচনী এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়। দিল্লিতে বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর আসছে, বিজেপি গুণ্ডামি করছে। কেন একটি দল অথবা প্রার্থী হিংসা করে? তাঁরা এমনটা করে যখন দেখতে পায় স্বাভাবিক উপায়ে নির্বাচনে জিততে পারবে না। এখন দিল্লিতে বিজেপির সেই অবস্থা, বিজেপি ঐতিহাসিক পরাজয়ের দিকে এগোচ্ছে।

প্রশাসনে বিদেশ সচিবের দায়িত্ব গ্রহণের পর এদিন বৈঠকে যোগ দেন মার্কো রুবি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাকেশি ইওয়ায়া এবং অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী প্যারি ওয়াশে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান ও আমেরিকা এই চার দেশ নিয়ে গঠিত কোয়াড। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের আগ্রাসনকে সামাল দিতে হাত রেখেছিল এই দেশগুলি। যদিও বাইডেন শাসনে

সেজে উঠেছে বাহারি ফুলে, ২ ফেব্রুয়ারি খুলছে অমৃত উদ্যান



নয়াদিিল্লি, ২২ জানুয়ারি : রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত সাধারণ জনসাধারণের পোষার জন্য খোলা থাকবে। রাষ্ট্রপতি ভবনে আগামী ৬ মার্চ থেকে অমৃত উদ্যানের অংশ হিসাবে চার দিনের ‘ বিবিধ কা অমৃত মহোৎবের’ আয়োজন করা হবে। এই মহোৎসবে দক্ষিণ ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং অনন্য ঐতিহ্য প্রদর্শন করবেন।নানা রকমের বাহারি ফুলে সেজে উঠেছে রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান। এই উদ্যান দেশার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন সাধারণ জনসাধারণ। সপ্তাহে ৬ দিন অমৃত উদ্যান দেখতে পারবেন জনসাধারণ, সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। বুকিং ও সেই সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় রাষ্ট্রপতি ভবনের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

শীতে জবুথবু কাশ্মীর উপত্যকা, আগামী কিছু দিন চলবে তুষারপাত



শ্রীনগর, ২২ জানুয়ারি :জমজমাট ঠান্ডা কমেনি কাশ্মীর উপত্যকায়, বুধবারও হা কার্পাসনা ঠান্ডায় কেঁপেছে ভূম্বর্গের বিভিন্ন প্রান্ত। জন্মুতে ঠান্ডা অপেক্ষাকৃত কমলেও, শীতে কাঁপছে কাশ্মীর। শ্রীনগর, গুলামগাঁ, পহলেগাম, কাগিল সর্বত্রই শীতে জবুথবু অবস্থ। এমতাবস্থায় জন্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দরুতর জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন জন্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া থাকবে আংশিক মেঘলা। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমতলে বৃষ্টি ও পাথারে তুষারপাত হতে পারে।২৩ জানুয়ারি সমতলে বৃষ্টি ও পাথারে তুষারপাত হতে পারে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৪-২৮ জানুয়ারির মধ্যে আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। এরপর ফের ২৯-৩১ জানুয়ারির মধ্যে বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। উল্লেখ্য, ১০-দিন ব্যাপী ‘চিল্লাই কালান’ শুরু হয়েছিল গত ২১ ডিসেম্বর, যা শীঘ্রই আগামী ৩০ জানুয়ারি শেষ হতে চলেছে।

রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি, বার্তা শুভেদুর



কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তিতে বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্সবার্ভায়া তিনি লিখেছেন, অযোধ্যায় শ্রী রাম লালার শুভ মহাপ্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের ১ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি শ্রী রামের প্রত্যেক ভক্তকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। মর্ধাদা পুরুষোত্তম শ্রী রামের আশীর্বাদ সর্বকলের উপর বর্ষিত হোক। জয় শ্রী রাম।২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় নবমির্ষিতে রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়। ‘ রামলালা’রপ্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও রামমন্দির উদ্বোধনের বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসাব ধরলে বর্ষপূর্তির ১১ দিন আগে। এই তারিখকেই মন্দিরের ‘ প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী’ হিসাবে পালন করেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও লিঙ্গ বৈষম্য কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিিল্লি, ২২ জানুয়ারি :বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও লিঙ্গ বৈষম্য কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার এক হ্যাভেলো জানিয়েছেন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও লিঙ্গ বৈষম্য কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একইসঙ্গে এই পরিবেশও নিশ্চিত করেছে যে, মেয়ে শিশুর শিক্ষার সুযোগ রয়েছে ও তাঁর স্বপ্ন



পূরণের সুযোগ রয়েছে।২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি বেটি বাঁচাও

রোশন সিংয়ের আত্মত্যাগকে স্মরণ অমিত শাহর

নয়াদিিল্লি, ২২ জানুয়ারি : বিপ্লবী রোশন সিংয়ের আত্মত্যাগকে স্মরণ করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার তিনি এক্সবার্ভায়া শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।অমিতাবাবু লিখেছেন, ভারতমাতার অমর পুত্র এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অনন্য যোদ্ধা ঠাকুর রোশন সিং জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। ঠাকুর রোশন সিং জি দেশের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।তিনি কাকোরি ট্রেন অভিযানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন। মাতৃভূমির



জন্য তাঁর ত্যাগ ও আত্মত্যাগকে দেশ চিরকাল স্মরণে রাখবো।প্রসঙ্গত, ঠাকুর রোশন সিং (২২ জানুয়ারি

বেটি পড়াও প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার এই প্রকল্পের ১০ বছর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যাভেলো আরও জানিয়েছেন, আজ আমরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও আন্দোলনের ১০ বছর পূর্তি উদযাপন করছি। গত এক দশকে, এটি একটি রূপান্তরকারী, জনগণের দ্বারা চালিত উদ্যোগে পরিণত হয়েছে এবং জীবনের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণকে আকর্ষিত করেছে।

তিনি ১৯২১-২২ -এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেরিলি শুল্টিং মামলায় সাজা পেয়েছিলেন। বেরিলি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি ১৯২৪ সালে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে কাকোরি ট্রেনে অভিযানের প্রেক্ষিতে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে বিচার করে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এলাহাবাদ জেলার মালাকা নায়নি কারাগারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

আরও বলেছেন, প্রয়াগরাজ, বারাগসী এবং আগ্রা হল পৌর কর্পোরেশন। এই তিনটির জন্য বস্ত্র জারি করা হবে। গত এক সপ্তাহে, ৯.২৫ কোটিরও বেশি ভক্ত সম্মেলে পবিত্র ভূব দিয়েছেন। প্রয়াগরাজ পৌর কর্পোরেশন প্রয়াগরাজ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য বস্তু হাওয়া করবে।

মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

আরও বলেছেন, প্রয়াগরাজ, বারাগসী এবং আগ্রা হল পৌর কর্পোরেশন। এই তিনটির জন্য বস্ত্র জারি করা হবে। গত এক সপ্তাহে, ৯.২৫ কোটিরও বেশি ভক্ত সম্মেলে পবিত্র ভূব দিয়েছেন। প্রয়াগরাজ পৌর কর্পোরেশন প্রয়াগরাজ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য বস্তু হাওয়া করবে।

হাই কোর্ট সব মামলা সিবিআইকে তদন্ত করতে দিয়েছিল। রাজ্যের আইনজীবীরা জানান, সিআরপিসি ৩৭৭ এবং ৩৭৮ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার আবেদন করতে পারে। অ্যডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য, তদন্ত এবং আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়।কিশোর দত্তর দাবি, আর জি কর-কাগুর মামলাটি প্রথমে রাজ্যের পুলিশ তদন্ত করেছিল। তার পরে সিবিআইকে হস্তান্তর করা হয়। ফলে রাজ্যের আবেদন গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত বলে আদালতে জানান তিনি।

প্রয়াগরাজে মন্ত্রিসভার বৈঠক, একগুচ্ছ বড় ঘোষণা

প্রয়াগরাজ, ২২ জানুয়ারি : উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর একগুচ্ছ বড়বড় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বলেছেন, প্রথমবারের মতো মহাকুস্তে সমগ্র মন্ত্রিসভা উপস্থিত। রাজ্যের

উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রয়াগরাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলিও আলোচনা করা হয়েছে।উত্তর প্রদেশের মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা এবং কর্মসংস্থান নীতি ৫ বছর পূর্ণ করেছে। এটি পুনর্নবীকরণ করা হবে। আরও বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নতুন ঘোষণা করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী যোগী

আদিত্যনাথ বলেছেন, কেজিএমইউ কেন্দ্রে মেডিকাল কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনটি জেলা হাথরাস, কাসগঞ্জ এবং বাঘপতে তিনটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। ৬২টি আইটিআই, ৫টি উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। যোগী আদিত্যনাথ

সঞ্জয়ের ফাঁসির শাস্তি, রাজ্যের আবেদনকে কোর্টে চ্যালেঞ্জ সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি :আর জি কর-কাণ্ডে শিয়ালদহ আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য দ্বারস্থ হতে চলেছে হাই কোর্টের, এমনটাই খবর। বুধবার তা নিশ্চই প্রশ্ন তুলে দিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। রাজ্যের আবেদন গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়ে আগামী সাতমবার সুনানি হবে হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শরর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে।বুধবার এ বাবাপারে আপত্তি জানিয়েছে সিবিআই। দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তি

চেয়ে রাজা কী ভাবে আবেদন করতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডেপুটি সিলিসিটর জেনারেল (সিবিআই আইনজীবী) রাজদীপ মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, সিবিআইও এই মামলায় দোষী সঞ্জয় রায়ের সর্বোচ্চ শাস্তিই চেয়েছিল। তবে নির্ধাতি তার পরিবার, সিবিআই কিংবা দোষী হাই কোর্টের দ্বারস্থ না হলে, রাজা কী ভাবে এই আবেদন করতে পারে?ডেপুটি সিলিসিটর জেনারেল উদাহরণ হিসাবে লালুপ্রসাদ যাদবের মামলার প্রসঙ্গও টেনে আনেন। হাই

কোর্টে রাজদীপাবাবু জানান, লালুপ্রসাদের মামলার ক্ষেত্রেও রাজ্যের আবেদন গ্রহণযোগ্য হয়নি।অন্যদিকে, সিবিআই আইনজীবীর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন রাজ্যের অ্যডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত এবং সরকারি আইনজীবী (পিপি) দেবাশিস রায়। লালুপ্রসাদের মামলার সঙ্গে এই মামলার তুলনা টানার প্রতিবাদ করেন তাঁরা।রাজ্যের উদাহরণ হিসাবে লালুপ্রসাদ যাদবের মামলার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তি অভিযোগে

আইসিডিএস-এর মেয়েদের মুঠোফোন দেওয়া নিশ্চিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

মালদা, ২২ জানুয়ারি : গত সোমবারের মত মঙ্গলবারও রাজ্যের আইসিডিএস-এর মেয়েদের মুঠোফোন দেওয়ার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অ্যাক্ফেডিটেড সোস্যাল হেল্থ অ্যাক্টিভিস্ট অর্থাৎ ‘আশা’-এরএবং ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (আইসিডিএস)-এর মেয়েরা, এলাকায় ঘরে ঘরে কাজ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার সভায় বলেন, আগে ‘আশা’র জন্য আমরা করছিলাম, মুঠোফোনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইসিডিএস-এর জন্যও করা হবে। টেন্ডারটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে আপনারা হাতে একটি করে ফোন পাবেন। এই ফোনের মাধ্যমে আপনারা যোগাযোগ করে প্রশাসনকে জানানবে এবং আপনারা অ্যাকশন নেবেন। মা-বোনদের সম্মান রক্ষা করবেন। বোনদের দায়িত্ব দিছি, কোথাও কোনওরকম অসংগতি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে

পুলিশের কানে তুলবেন।গত সোমবার মুর্শিদাবাদে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘স্মার্ট ফোন থাকলে, সারা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে, নিজেদের তৈরি করতে পারে। আশা কর্মীদের ফোন দেওয়া হয়েছে। আইসিডিএস-কে যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তাদেরও করে দেওয়া উচিত। যাঁরা পাননি, আপনারা দুয়ারে সরকারে নাম লেখাবেন’। অন্যদিকে এদিন মালদাতে আর জি কর-কাণ্ডে অপরাধী সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণার পরদিনও বিচারকের রায় নিয়ে ফের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে সরকারি সভা থেকেও এই রায়ের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি।এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরে জনসভায় শুভেন্দু অধিকারী আর করলেও তাকে ক্ষমা করে দেব ? কেন বলবে ? এই কেসটায় আমি

অসমে এসটিএফ-এর জালে আরও এক জিহাদি, ‘ অপারেশন প্রঘাত’-এর বলে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে ১৪

গুয়াহাটি, ২২ জানুয়ারি : ‘ অপারেশন প্রঘাত’-এর বলে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়ায় অভিযান চালিয়ে আরও এক জিহাদিকে গ্রেফতার করেছে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ‘ অপারেশন প্রঘাত’-এর বলে নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসিপাড়া কো-ডিস্ট্রিক্টের অধীন চিনামারি গ্রামে অভিযান চালিয়ে জনৈক বেচাকটীা শেখের ৩১ বছর বয়সি ছেলে আজিবর রহমান নামের আরেক ‘গুয়াস্টেড ইসলামিক মৌলবাদীকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। আসাম এসটিএফ-এর থানায় ২১২০২৪ নম্বর মামলার অধীনে আজিবরকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ভারতের বিকল্পদে গোপনে ইসলামিক মৌলবাদীদের যড়যন্ত্রে জড়িত থাকার

অভিযোগে ‘ অপারেশন প্রঘাত’-এর বলে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশি নাগরিক সহ ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। আজিবর রহমানকে নিয়ে জিহাদি অভিযোগে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪।এসটিএফ-এর জনৈক আধিকারিকের কাছে জানা গেছে, জিহাদি এই গ্রুপ জনৈক মহম্মদ ফাহান ইসলামকের নির্দেশে অসম সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সক্রিয় কর্মকাণ্ডে জড়িত। এরা ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার সহযোগী সংগঠন আনসারউল্লা বাংলা টিম (এবিটি)-এর এক নেতা জসিমউদ্দিন রহমানির ঘনিষ্ঠ সহযোগী।তদন্তে এসটিএফ আরও জানতে পেরেছে, বাংলাদেশের রাজশাহী থেকে একজন বাংলাদেশি নাগরিক সাব শেখ নামে পরিচিত মহম্মদ সাদ পারদিকে

সঙ্গমের তীরে আস্থার জনসমুদ্র! প্রয়াগরাজে পুণ্যস্নান ৯.২৪ কোটির বেশি ভক্তের



প্রয়াগরাজ, ২২ জানুয়ারি :উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুস্তের দশম দিনে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করে পুণ্য অর্জন করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই, বুধবার ভোররাত থেকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাব ৯.২৪ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন।বুধবার সকালে উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবারই ৬০.৪৭ লক্ষের বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৯.২৪ কোটিরও বেশি ভক্ত পুণ্যস্নান করেছেন। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুস্ত মেলা। মঙ্গলবার দশম দিনেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। মহাকুস্ত মেলা চলবে ৪৫-দিন ধরে।

রমেশ বিধুরি ভোটে লড়ছেন না, গুডামি করছেনঃঅতিশী মারলেনা



নয়াদিিল্লি, ২২ জানুয়ারি : দিল্লির কালকাজি বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী রমেশ বিধুরির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন দিল্লর মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আমদমি পার্টির নেত্রী অতিশী মারলেনা। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, রমেশ বিধুরি ভোটে লড়ছেন না, তিনি গুডামি করছেন।অতিশী বলেছেন, কালকাজি নির্বাচনী এলাকার সর্বত্রই বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী ও লোকজন নিজেদের রমেশ বিধুরির ভায়ে বলে দাবি করে, এএপি কর্মীদের হরানি করছে। রমেশ বিধুরি একজন এএপি কর্মীকে ডেকে তাঁকে বিজেপিতে যোগ দিতে বলেছিলেন। যখন সে বলেছিল, তিনি এখন এএপি এবং অতিশীর সঙ্গে আছেন, তখন বিধুরি বলেন এটি সত্বেসীদের দল এবং অতিশী ৮ ফেব্রুয়ারির পরে জেলে যাবে। বিজেপি প্রার্থী রমেশ বিধুরি, তার কর্মী ও ভাগ্নেরা নির্বাচনে লড়ছেন না, গুডামি ছড়াচ্ছেন।

কুস্ত ও প্রয়াগরাজ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্থান নয়ঃঅখিলেশ যাদব



লখনউ, ২২ জানুয়ারি : কুস্ত ও প্রয়াগরাজ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্থান নয়। কটাক্ষ করে বললেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। বুধবার প্রয়াগরাজে শুরু হয়েছে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠক। এই বৈঠককে কটাক্ষ করে অখিলেশ যাদব বলেছেন, কুস্ত ও প্রয়াগরাজ রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা নয়। কুস্তে মন্ত্রিসভার বৈঠক করে তাঁরা (বিজেপি) একটি রাজনৈতিক বার্তা পাঠাতে চায়।প্রাক্তন সপা নেতা জনেশ্বর মিশ্রের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এদিন অখিলেশ যাদব বলেছেন, আমরা তাঁর দেশপোতা পথ অনুসরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই। তিনি সমাজবাদী পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের পুরো জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি যদি এখন আমাদের মধ্যে থাকতেন, তাহলে তিনি সংগ্রামের অগ্রভাগে দাঁড়াতেন।

অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৫ঃ মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন বৈষ্ণবী শর্মা কুয়ালালামপুর, ২২জানুয়ারিঃ গত মঙ্গলবার কুয়ালালামপুরের বেইউমাস ওভালে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে ভারতীয় স্পিনার বৈষ্ণবী শর্মা হ্যাটট্রিক করেছেন।প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, ভারত মাত্র ১৪.৩ ওভারে স্বাগতিককে ৩২ রানে আউট করে, বৈষ্ণবী হ্যাটট্রিক করেছেন। আয়ুষি শঙ্ক্কা তিনটি ও জোশিখা ভিজে একটি উইকেট নিয়েছেন।ভারতীয় ওপেনার গোঙ্গাড়ি ত্রিশা এবং জি কমলিনী মোর্টের ২.৫ ওভারে লক্ষা তাজা করে ১০ উইকেটে জয় নিশ্চিত করেছেন।কলিকৈন্তিং চ্যাম্পিয়ন ভারত তার অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে গত রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নয় উইকেটে হারিয়ে।

ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছেন স্মৃতি মান্নানা

মুম্বই, ২২ জনুয়ারি : ভারতীয় ওপেনার স্মৃতি মান্নানা আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত সিরিজের পর সর্বশেষ আইসিসি মহিলাদের ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন।শীর্ষ ১০এ একমাত্র ভারতীয় মান্নানা তৃতীয় ওডিআইতে ১৩৫ এবং প্রথম এবং দ্বিতীয় ম্যাচে যথাক্রমে ৪১ এবং ৭৩ রান করেছিলেন। তার বর্তমানে ৭৩৮ পয়েন্ট রয়েছে, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার লরা ওলভার্ড ৭৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন, শ্রীলঙ্কার চামারি আথাপাথু ৭৩৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

আগরতলায় ভাড়া বাড়িতে পিস্তল ও কার্তুজ সহ বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি : আগরতলা শহরের মিলনচক্র এলাকায় ভাড়া বাড়ি থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তার কাছে একটি নাইন এমএম পিস্তল, তিন রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ভারতের দুই লক্ষ একশ হাজার টাকা এবং বাংলাদেশের পঁচিশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।বুধবার সদরের এসডিও জিনিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে গোপন সত্রেখ খবরের ভিত্তিতে পুলিশ মিলনচক্রের আদর্শ পল্লী এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালায়। ওই বাড়িতে সমাজপ্রিয় চাকমা নামে ভাড়াটিয়ার ঘরে তল্লাসি চালিয়ে পিস্তল, গুলি এবং টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ ওই বাড়িকে গ্রেফতার করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে সমাজপ্রিয় চাকমার বাড়ি বাংলাদেশের খাগড়াড়ি জেলায়। পাঁচ মাস আগে সে মিলনচক্রের আদর্শ পল্লীতে এক বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে আসে। সে নিজেকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবেই পরিচয় দিয়ে ওই বাড়িতে থাকতে শুরু করে। তবে, সে কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে এবং তার কাছে পিস্তল কিভাবে এল এইসব বিষয় জানার জন্য পুলিশ ধৃত ব্যক্তিকে রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে বুধবার আদালতে সোপর্দ করেছে।

দুরন্ত বার্তা

শীতে কাঁপছে দিল্লি
নয়াদিিল্লি,২২ জানুয়ারিঃকনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, প্রবল শীতের মধ্যেই কুয়াশার দাপটও দিন দিন বাড়ছে। বুধবারও কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল জাতীয় রাজধানী দিল্লি। সকাল পর্যন্ত দিল্লির বিভিন্ন অংশ কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কুয়াশার কারণে এদিন সকালে বিস্তৃত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। তবে ঘন কুয়াশা থাকলেও, নতুন দিল্লি রেল স্টেশন

আবহাওয়া

মাঘ মাস চলছে, এই সময়েও শীতের আমেজ মালুম হচ্ছে না। শীতের পোশাকেরও সেভাবে প্রয়োজন হচ্ছে না, নেপথ্যে অবশ্যই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। বিগত কয়েকদিন ধরে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে ওঠানামা করছে তাপমাত্রার পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। সকাল ও রাতে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও, আপাতত কাঁপনি ঠান্ডা থেকে অনেক দূরে কলকাতাবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতায় ঠান্ডা মালুম না হলেও গ্রাম বাংলায় ঠান্ডা এখনও অনুভূত হচ্ছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা মোটামুটি রয়েছে। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আপাতত কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি হল - দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালি়মণ্ড, আলিপুরদুয়ার। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাট-সকল ৮ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যউদয় সকল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জকা

৯মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,বৃহঃবার, ইংরেজীঃ২২জানুয়ারী ২০২৫,৫৩৮ চৈতন্যদ্ব, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৭ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাঘব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাংঘ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ ৭মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৭ মাঘ ১৯৪৬, মৈত্রেঃ১২ বাকচিৎ, আসামঃ২৬ পুহ, মু সলিমঃ ১১ -রজব- ১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ০২ঃ২৯।চান্দ্র উদয়ঃ দুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃ শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্র পক্ষ তিথিঃব্রহ্মোদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ০৫ঃ৪৮ঃ১২ দ্ব ৫৯ঃ১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ ১৮ঃ২১ দ্ব ১৪ঃ৫২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাবর্ষঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দ্ব ১৩ঃ০৯ পর্যন্ত পরে তৈলৈঃযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৬৭ দ্ব ১৪ঃ৫৬৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মমৃত্যোগঃশনি ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৪৮ঃ০৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ৩৬ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্তমহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকলোঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ১০ঃ৭৩ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারলোঃদিন ০১ঃ০৫ঃ২৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কাললোঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত।

কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্তগ্রহস্কৃতি (সূর্য উদয় কালদীনাঃ রবিঃ৮২৭৩৫ঃ (২১) ১ পদমঙ্গল ২৩ঃ৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গল ৩৪ঃ০১৭ (৮) ১ পদমৃগশ্চঃ৩০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ০১৩৬৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮২১৪৬ (২৪) ৪ পদহরিতঃ১১০১ (২৬) ২ পদকৈতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিঃহৃৎপতি বক্রিঃলগ্নবন্ধু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত।কুব্ধ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেঘ রাশি দুপুর ০১ঃ০৪ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০১ঃ৫৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত।কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪১ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪৪ পর্যন্ত।

বাসন্তীর নাবালিকা খুনের চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে উদ্ধার এক মহিলার ক্ষত বিক্ষত দেহ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২২ জানুয়ারিঃ বাসন্তীর নাবালিকার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের পর এবার জয়নগর বকুলতলায় এক মহিলার ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার বাসন্তী থানার উত্তর চুনাখালিতে চাষের জমিতে ১২ দিন নিখোঁজ থাকার পর এক নাবালিকার ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ সোমবার।

আর সেই ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে বুধবার ভোর রাতে বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার মায়াহাউডি পঞ্চায়েতের



হাতচাপড়ি এলাকায় চাষের জমি ও রাস্তার পাশে পড়ে থাকা এক মহিলাকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,এদিন ভোররাতে পথ চলতি স্থানীয় কয়েকজন মানুষ

রাস্তার পাশে পড়ে থাকা এক মহিলার গোঁধানির আওয়াজ শুনতে পান।

তারা কাছে গিয়ে দেখে একটি মহিলা ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে বকুলতলা থানায় খবর দেয়াখবর পেয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করে স্থানীয় নিমপাঠি রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু ঘটে তাঁর। তবে গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ বুধবার বকুলতলা থানা থেকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। বছর তিরিশের ঐ

মহিলার দেহে একাধিক ক্ষত চিহ্ন আছে। গলাতে আঘাতের চিহ্ন আছে। মাথা খেঁতলে গিয়েছে। তবে মহিলার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি। তিনি কোথাকার বাসিন্দা। বকুলতলার হাতচাপড়ি এলাকায় কিভাবে এলো। কে বা কারা তাকে কোপালো সবই ধোঁয়াশা। তবে এ ব্যাপারে বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস বলেন,আমরা ঐ মহিলার ছবি সব থানাতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

এখনো পর্যন্ত ঐ মহিলার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত থেকে ফিরলে জানা যাবে সব কিছু। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

তারেকেশ্বরে লরির ধাক্কায় স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

বনম্পতি দে, তারেকেশ্বর হুগলি,২২ জানুয়ারিঃ আর পাঁচদিনের মতো নির্দিষ্ট সময়েই স্কুলের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তেরো বছরের ছেলেটা। কিন্তু কে জানতো পথেই তার জনা অশেফা করছে বড় বিপদ। কে জানতো আর পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরা হবে না ছেট দীপের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো বুধবার সাইকেল নিয়ে টিদপুরের বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল তারেকেশ্বরের মকেশপুর হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র দীপ কালো। কিন্তু, রাস্তাতেই একটি লরি সজোরে ধাক্কা মারে তাকে। লরির ধাক্কার তীব্রতায় মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দীপ। রক্তে ভেসে যায় গোটা রাস্তা। ঘটনা দেখে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই দীপকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি তারেকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

শোকের ছায়া দীপের পরিবারে। এলাকার লোকজন বলছেন দীপের কোনও দোষই নেই। সে ঠিকভাবে রাস্তা দিয়ে গেলেও লরিটিই আচমকা তীব্র গতিতে এসে তাকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে মুহূর্তেই জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে ছেলেটা। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও আর বাঁচানো যায়নি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনের কাছে শরৎ গবেষকদের জন্য আবাস ও ডিজিটাল লাইব্রেরির প্রস্তাব

কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনের কাছে শরৎ গবেষকদের জন্য আবাস ও ডিজিটাল লাইব্রেরির প্রস্তাব দিলেন রাজ্যের পূর্ত ও কারিগরি বিভাগের মন্ত্রী পুলক রায়। আর এই বিষয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রৌঢ় জয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে প্রস্তাব রাখেন তিনি। আপাতত তিন কাঠার মত জায়গা এ বিষয়ে ভাবা হয়েছে এবং প্রাথমিক স্তরে জয় বাবু রাজি হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার হাওড়ার বাগনানের

এক পায়ে শৃঙ্গ জয়, রাষ্ট্রপতি হাত থেকে পেলেন দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার তেনজিং নরগে আওয়ার্ড ২০২৩

কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ এক পায়ে আফ্রিকার কিলামাঞ্জারো পর্বতরোহণ করেন কলকাতার উদয়। ২০১৫ সালে ট্রেন দুর্ঘটনায় উদয়ের একটি পা কাটা পড়ে। কিন্তু তার আত্মা জেদ এবং ইচ্ছে তার ইচ্ছেকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ম্যারাথন থেকে শুরু করে পাহাড়ে ওঠা, একপাই অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছে কলকাতার উদয়।

মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন জয় কিশোরকে তাদের অবদানের জন্য প্রতিমুহূর্তে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উদয় কুমার।

উদয়ের কথায় তাদের সাহায্য ছাড়া উদয় কোনদিনই কিছু করে উঠতে পারতেন না এবং তারের সাতারক সায়নী দাস একই দিনে তেনজিং নরগে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার তেনজিং নোরকে পেয়ে তিনি রীতিমতো স্তম্ভিত। তিনি জানান এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না।

ভারতের সাতারক সায়নী দাস একই দিনে তেনজিং নরগে পুরস্কার গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারাইপুরের বাসিন্দা সায়নী ইতিমধ্যেই পাঁচটি চ্যানেলে সাতার কেটেছে এবং এ বছর স্টেট অফ জিগ্রাল্টার ক্রস করার ইচ্ছে রয়েছে সায়নী।

ডানকুনিতে হানা নারকোটিকস বিভাগের, গাজাপ্রেমিদের উঠবস স্থানীয় কাউন্সিলরের

হুগলী,২২ জানুয়ারিঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডানকুনির দিল্লি রোডের ধারে ২নং ওয়ার্ডের পারডানকুনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০০ কেজি গাজা উদ্ধার করে নারকোটিক ডিপার্টমেন্ট। এরই মধ্যে দেখা যায় একাধিক অজানা ব্যক্তি ওই দোকানে ঢোকার চেষ্টা করে। স্থানীয় কাউন্সিলর শেখ আশরাফ আলী তাদেরকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করে এবং গাজা কিনতে এসেছে জানতে পেরে কান



ধরে উঠবস করান। কাউন্সিলের দাবি শুধু তার ওয়ার্ড নয় ডানকুনি

জুড়েই রমরমিয়ে চলছে মাদক কারবার। যার প্রভাব পড়ছে যুব সমাজে। শুধু ডানকুনির যুব সমাজ নয় পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকা থেকেও গাজার নেশায় আসক্ত যুবকরা ভিড জমায় গাজা কিনতে, এ

সভাপতি গুঞ্জন চক্রবর্তী বলেন এর আগেও আমরা বহুবার অভিযোগ করছি , এই ঘটনার কোন সুরাহা হয়নি শুধুমাত্র গাজা নয় সাদ্রা, মদ সমস্ত রকম অবৈধ কার্যবারে ভরে গেছে ডানকুনি শহর, এর দায় কোনো রূপ ভাবে এড়িয়ে যেতে পারেনা স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় শাসক দলের নেতৃত্বর্য্যও সব ঘটনা জেনেও চুপ রয়েছে কারণ তাদের পকেট ভরছে।

জয়নগরে হয়ে গেল ভিন্ন স্বাদের দুদিনের হটমেলার দেশের মেলা

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর,২২ জানুয়ারিঃ শীত মানেই মেলা, বেড়ানো, পিকনিক ও দোদার খাওয়া দাওয়া করা।আর সেই সাধকে পূর্ণ করতে এবার এগিয়ে এলো জিয়েল এন্ড নোশান নামে একটি ফেচরাপেবী সংস্থা। জয়নগর মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলের মাঠে শনিবার ও রবিবার দুদিন ধরে হয়ে গেল তাদেরই উদ্যোগে নতুন ধরনের মেলা হটমেলার দেশে। এই মেলার বিশেষত্ব ছিল,বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের স্টল,পটচিত্র, পাশাপাশি ছিলো খাওয়া দাওয়ার স্টল, পিটেপুলি ও জয়নগরের মোয়ার স্টল। মোট ৪০ টি স্টল অংশ নিয়েছিলো এই মেলায়। এই স্টলে অংশ নিয়েছিলো সুদূর পুরুলিয়ার ছৌঁচানোর প্রথম করলম। আগামীদিনে সেত্বেতে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। বালি ব্রিজ ব্রান্স (দক্ষিণেশ্বর-বালি) দিয়ে

ব্যাগ শাডি সহ একাধিক সামগ্রী। শনিবার এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী তথা জয়নগরের ঘোষা বিশেষজ্ঞ ড.দেবশ্রী দে, ড. অন্তসি নন্দ গোস্বামী সহ আরো অনেকে। এই সংস্থার সম্পাদক নৈনাক সিনহা বলেন, মানুষের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে বেকার যুবক যুবতীদের নিজের হাতে তৈরি কাজকে সম্মান ও মার্কেটিং এর উপযোগী করে তুলতে এই ধরনের মেলা আমরা এবার প্রথম করলম। আগামীদিনে আরও নতুন কিছু চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। আর এই



মেলায় এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। আর এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে খুশি এলাকার মানুষ জন।

জয়পুর ব্রিজ আভারপাস (এক এইচ-১৬) থেকে বালিহস্টের দিকে ভাইভাট করে দেওয়া হবে। জিরো পয়েন্ট থেকে বালিহস্টের দিকে আসা ব্যাকিগত যানবাহন সহ সমস্ত ৪ চাকার গাড়িগুলিকে (জিট রোড বাদে) নির্বেদিতা সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও ডিউটির সময় ট্রাফিক পুলিশ যখন প্রয়োজন মনে করবে তখন যে কোনও রাস্তা থেকে যানবাহন সরিয়ে নিতে পারবে।

২৫ জানুয়ারি থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শুরু বারাসতের উডালপুলের

প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত সংস্কারের কাজ চলবে

বারাসত, ২২ জানুয়ারিঃ আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শুরু হচ্ছে বারাসতের উডালপুলের। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার মধ্যরাত থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত সংস্কারের কাজ চলবে। মূলত উডালপুলের পিলারের বল বিয়ারিংয়ের কাজ হবে। কাজ চলাকালীন উডালপুল বন্ধ থাকবে। ওই সময় সমস্ত ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হবে। আগামী ৪০ দিন পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ করবেন পূর্ত দপ্তরের বারাসত ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়াররা। বুধবার মধ্যমগ্রামের দোলতলা পুলিশ লাইনে বিভিন্ন থানার পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ সহ বাস,ট্রাক, অটো, টোটো ইউনিয়নের কর্মীদের নিয়ে সংস্কারের কাজ চলাকালীন বারাসত শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বৈঠক করলেন বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শ নীলাঙ্গি। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে,২৫ জানুয়ারি থেকে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার রাত ১০ টা থেকে সোমবার ভোর ৩ ট পর্যন্ত বারাসত উডালপুলের উপর দিয়ে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য দিন কোন ধরনের ভারী গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে না। শুধুমাত্র যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রায় দুদশক বয়সী এই ফ্লাইওভারের একাধিকবার সংস্কারের কাজ



হয়েছে। কিন্তু বছর দুই ধরে তেমন কোন সংস্কার হয় নি। ফ্লাইওভারের নিচে প্রচুর হকার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করেন। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের যাতায়াত চলে। ফলে দুর্ঘটনা ক্বতে বারাসতের ফ্লাইওভার সংস্কারের জরুরি হয়ে উঠেছিল। পুলিশ এবং প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে,বারাসত ফ্লাইওভারের নিচে ৬২ টি পিলার রয়েছে। প্রতিটি পিলারের সঙ্গে রয়েছে বিয়ারিং। মূলত এই বিয়ারিং গুলো সংস্কার করা হবে। ফ্লাইওভারের যে পিলার গুলিতে যেভাবে কাজ হবে, সেদিন ওই পিলারের নিচে হকারদের গুহে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংস্কারের কাজ চলাকালীন শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করেছে বারাসত পুলিশ জেলার

কর্তারা। জানা গেছে, টাকি রোড ধরে যে সমস্ত গাড়ি বারাসত ফ্লাইওভার দিয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে, সেগুলোকে কাচকল মোড় সংলগ্ন দাদার মোড় থেকে ঘুরিয়ে দন্তপুকুর হয়ে জাতীয় সড়কে নিয়ে যাওয়া হবে। আর বনগাঁর দিক থেকে যে সমস্ত গাড়ি বারাসতের উডালপুল হয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে, সেগুলো অশোকনগরের বিল্ডিং মোড়ের ডানদিকে ঘুড়িয়ে দেওয়া হবে। বারাসত শহরে না ঢুকিয়ে পণ্যবাহী ট্রাক গুলো কল্যানী এন্ডপ্রেসওয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলেই বারাসত ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া বারাসত তিতুমীর বাস স্ট্যান্ড থেকে যে বাস গুলো ব্যারাকপুরে যায়, সেগুলোর জন্য

বিক্রমনগর হরনাথ নীরদা সুন্দরী ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে উদ্ধার মূর্তি

বনম্পতি দে, ব্যান্ডেল হুগলি,২২ জানুয়ারিঃ খেলতে খেলতেই হাত লেগে যায় ছোট্ট একটা পাথরো। প্রথমদির বুঝতে না পারলেও, হাতে ধরে তারা দেখে সেটি আসলে একটি মূর্তি। একটু অবাক হয় দুই ছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকাদের দেখাতে ছোট্ট তারা। খবর যায় পুরাতত্ত্ব বিভাগে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে পুরাতত্ত্ববিদরাও হাজির হন স্কুলে। হুগলির ব্যান্ডেলের বিক্রমনগর হরনাথ নীরদা সুন্দরী ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা। গত ১৭ জানুয়ারি স্কুলের ভিতর



সাইকেল স্ট্যান্ড বানানোর জন্য মাটি খোঁড়া হয়। সেই মাটি স্কুলের মাঠের কোনো জুত করা ছিল। ক্রাস নাইনের দুই ছাত্রী জ্যোতি মণ্ডল ও মোহিনী সরকার খেলার সময় ওই মূর্তিটি দেখতে পায়। স্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা সঙ্ঘমিত্রা পালিত ও ইংরেজি শিক্ষিকা বরুণা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মূর্তিটি নিয়ে যায়। শিক্ষিকারা বুঝতে পারেন এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীমা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেকত দাস বলেন, ‘‘এটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। আমাদের স্কুল থেকে উদ্ধার হয়েছে। স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক বিশ্বরূপ দে পুরাতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করেন। তিনি গুগল খেঁটে যা তথ্য পান, তাতে দেখা যায় এই মূর্তি গুপ্ত যুগের হতে পারে। তাঁর কথা মতো পুরাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। মূর্তির ছবিও পাঠানো হয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগও

জানিয়েছে, ওই মূর্তির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। খুব গোপনীয়তার সঙ্গে একে রক্ষা করতে হবে বলেও জারিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ মূর্তিটি স্কুলে রাখার ঝুঁকি নিতে পারেনি। এর আগে দুবার চুরি হয়েছে এই স্কুলে। তাই মূর্তিটি আপাতত সেক্ষ ভল্টে রাখা হয়েছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের কলকাতা দফতর থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিওলজিস্ট (কলকাতা সার্কেল) ডঃ সঞ্জয় পন্ডা ও টেকনিসিয়ান প্রদীপ কর হরনাথ স্কুলে যান। তারা মূর্তিটি খুঁঁয়ে পরীক্ষা করেন। যে জায়গা থেকে মূর্তি উদ্ধার হয়েছে সেই জায়গা ঘুরে দেখেন তারা। আর্কিওলজিস্ট জানিয়েছেন, এটি প্রায় এক হাজার বছর আগের মূর্তি হতে পারে। দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিষ্ণুর মূর্তি এটা। চুঁচুড়া এলাকায় গঙ্গার গতিপথ এই এলাকার খুব কাছে দিয়ে ছিল বলে জানা যায়। তাঁরা আরও জানান, এরকম অনেক মূর্তি দুই ২৪ পরগনায় বিভিন্ন সময় পাওয়া গিয়েছে। সেগুলির সঙ্গে এই মূর্তি মিলিয়ে দেখা হবে, গবেষণা করা হবে। তারপর মূর্তির সময়কাল জানা যাবে। বেলে পাথরের বিষ্ণু মূর্তি বহুমূল্যের বলে জানিয়েছেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার আধিকারিকা। স্কুলের ভিতর থেকে এই ধরনের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন উদ্ধারে উচ্ছসিত পড়ুয়া থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা।

বাংলাদেশী সহ এক ভারতীয় দালালকে আটক করল বিএসএফ

ত্রিপুরা, ২২ জানুয়ারিঃ রাতের অন্ধকারে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের সময় এক বাংলাদেশী সহ এক ভারতীয় দালালকে আটক করল বিএসএফ। সঙ্গে আটক করা হয় এক ই রিস্তা চালক কে। আজ বিএসএফ এদেরকে ত্রিপুরার ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরপর বাংলাদেশি আটক এর ঘটনায় সীমান্তবর্তী এলাকা গুলিতে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। জানা গেছে রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এক বাংলাদেশী যুবক ভারতে প্রবেশ করার সময় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যায়। ওই

বাংলাদেশি যুবকের নাম হল সৌমেন শেখ বয়স ২৫ পিতা মৃত শান্ত মিয়া বাড়ি বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার কাহিতল এলাকায়। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ ধর্মনগর মহকুমার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশী যুবক সহ এক ভারতীয় দালাল ও ই রিকশা চালককে আটক করা হয়। ভারতীয় দালালের নাম ইসরাফ উদ্দিন বয়স ২৬ পিতা নাসির আলী বাড়ি ধর্মনগর মহকুমার পশ্চিম চন্দ্রপুর গ্রামের তিন নং ওয়ার্ডে। ই রিশকা চালক রোজল

মিয়া বয়স ২৪ বাড়ি একই এলাকায় । ই রিকশার নম্বর ডি এম সি ই আর ০০৮৪ । তাদের আটক করার পর বিএসএফ বৈটাং বাড়ি বিওপিতে নিয়ে যায়। বাংলাদেশি যুবককে তল্লাশি করে মোট ২২ হাজার ৫০০ বাংলায় টাকা উদ্ধার করা হয় বলে সংবাদের প্রকাশ। সারারাত টানা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ ২১ জানুয়ারি বিএসএফ এদের ধর্মনগর পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধর্মনগর থানার পুলিশ আজ এদের আদালতে প্রেরণ করবে। এদিকে ধর্মনগরে পরপর বাংলাদেশি আটকের সংবাদে

সীমান্তবর্তী এলাকা গুলিতে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারীদের অভিযোগ রাজ্য প্রশাসন এবং বিএসএফের কড়া নজরদারি নেই সীমান্তে। ডিলে ঢালা নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় দালালরা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করছে বাংলাদেশীদের ভারতে প্রবেশ করিয়ে। অবিলম্বে ওইসব ভারতীয় দালালদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে যেকোনো সময় সীমান্ত ডিঙিয়ে সন্ত্রাসীরা ভারতে বড় ধরনের অঘটন ঘটাতে পারে বলে সীমান্তবাসীদের অভিমত।

সাগরে নোনা জলে ধান চাষে সাফল্য পেল কৃষকেরা

দূরন্ত বার্তা,গঙ্গাসাগর, ২২ জানুয়ারিঃ সাগরে নোনা জলে ধান চাষে সাফল্য পেল কৃষকেরা। গঙ্গাসাগর যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাঁধ ভেঙে নোনাজলে প্রাবিত হত এলাকা। সেখানে চাষ করা যেত না একেবারে। সেই সমস্যা সমাধান করতে শুরু হয়েছিল নোনা স্বর্ণ ধান চাষের চেষ্টা। সেই চেষ্টা সফল হতেই এবার সাগরে চলছে একাধিক দামি ধান উৎপাদনের চেষ্টা। শুরুটা হয়েছিল ২০২১ সালে। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের পরে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা প্রাবিত হয়েছিল সেবার। চাষের জমিতে নোনা জল প্রবেশ করায় চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে বছর। আর এবার শুরু হয় বিকল্প ধান চাষের চিন্তাভাবনা। ইয়াসে সব

থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাগর ব্লক। সেবার সাগর ব্লকের ১৬ টি মৌজার ধান নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য সাগর ব্লকেই পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয় এই নোনা স্বর্ণ ধান চাষের কাজ। সাগরের ২২ টি মৌজায় ৪০০ একর জমিতে শুরু হয় ধানচাষ। সেই ধান চাষ করে সফলতা মিলিয়েছে ফলে এবার সাগরে চলছে দামি ধান চাষের চেষ্টা।

তুলাইপাঞ্চি, কালো ধান সহ গোবিন্দভোগ সব ধান উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। জমির নোনাতার কাটতেই শুরু হয়েছে এই প্রচেষ্টা। এ ব্যাপারে সাগর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা তপন কুমার দাস বলেন, সাগরেই পরীক্ষামূলক ভাবে এই ধান চাষ শুরু হয়েছিল। এই ধান



চাষের জন্য নোনা জমিতে এক থেকে দু'বার মিষ্টি জল দিয়ে নেয়ে দেওয়া হয়। এরপরই চাষের জন্য জমি উপযুক্ত হয়ে যায়। এই চাষে ব্যাপক ফলন হওয়ায় এবার দামি

ধান চাষের চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। নোনা স্বর্ণের মত এতেও সাফল্য মিলবে বলে মনে করছেন তাঁরা। আর এতে খুশি হাওয়া সাগরের কৃষক মহলে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বর্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৫৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৯ মাঘ, ১৪৩১

শান্তিনিকেতনের ছাত্র

প্রমথনাথ বিশ্বীর একটি স্মৃতিকথা পড়তে গিয়ে চমৎকার একটা কথা জানতে পারলাম। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো তাজ্জব বনে যেতে হয়! প্রায় সতেরো বছর তিনি শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন। শান্তিনিকেতনে কচৌর নিয়ম চালু ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন নামক এই বইটিতে প্রমথনাথ লিখছেন, গণিতে আমি বরাবর এক শ্রেণী নিচে পড়িতাম। বছর শেষে আমাকে সব বিষয়ে সমান পারদর্শী করিয়া তুলিতে কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় চড়া ছিল না। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। এমনকি বছর শেষে ডবল প্রমোশন দিয়ে তুলে দিয়ে সব বিষয়ে একই ক্লাসে করার চেষ্টা হত। দু-একদিন সেই নুতন ক্লাসে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া গণিতে নিচের ধাপে ফিরিয়া আসিতাম। ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই নিশ্চিত হইতেন। বহুকাল হ’ল পড়াশুনার ব্যাপারে শান্তিনিকেতন থেকে বিশেষ খবর আসে না, অধুনা রাজনীতির পাশাপাশি সেটি পৌষলো, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি নানা পার্বণের পিকনিক স্পটে পরিণত। রবির আলো অনেকদিন আগেই অস্তমিত, আমাদের তাতে হেলদোল নেই, ওঁই ‘পঁচিশে বোম্বা’, ‘রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা’, ‘কবিপ্রণামা’ নিয়েই কেটে যাবে। প্রমথনাথ একটি মজার ঘটনা লিখছেন। তখন তাঁদের অঙ্কের মাস্টারমশাই ছিলেন নগেন আইচ। পরীক্ষা হবে। বারোটি প্রশ্ন-যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি দেখিলাম, অত্যল্পকালের মধ্যে দশটি হইয়া গেল, দুটাই বা বাকি থাকে কেন? সে দুটাও করিলাম। কেবল একটি সমস্যার সমাধান করিতে পারিলাম না, তবে কি আমি একশো নম্বরের মধ্যে একশো কুড়ি পাইব? মন্দ মজা হইবে না! বিকেলে পরের পরীক্ষা, ভূগোল। হঠাৎ ক্লাসের মাঝখানে নগেনবাবু ঢুকলেন। হাতে একখানা খাতা। সেটা প্রমথনাথেরই। বালক প্রমথনাথ ভাবলেন, নিষ্কয়ই মাস্টারমশাই এরকম দুর্দান্ত খাতা দেখে অভিভূত। জানাতে এসেছেন। কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল, এ অভিনন্দনজ্ঞাপক মূর্তি নহে। তিনি রক্তকণ্ঠে শুধাইলেন, এ কী করিয়াছ? আজ্ঞে, ভুল হইয়াছে কি? ভুলের কথা হইতেছে না, ভুল ছাড়া তুমি আর কী করিবে! কিন্তু শেষ পট্টায় এটা কী? একটি কবিতা...একে তো স’বকটি অঙ্ক ভুল করিলে, সে কথা ধরি না, কবিতা লিখিতে গেলে কেন? আমি বিনীতভাবে বলিলাম;হাতে কিছু সময় ছিল ভাবিলাম কেন নষ্ট করিব তাই কবিতাটা লিখিলাম। উপস্থিতে সকলেই অবাক। ছেলে অঙ্ক ভুল করেছে, এদিকে তার ওপর ফাঁকা সময় কবিতাও লিখে এসেছে! ব্যাপার দেখে লোক জড়ো হয়ে গেছে প্রায়। কিন্তু নগেন আইচ মশাই খাতা নিয়ে সটান চললেন হেডস্যারের কাছে। যা বিহিত তিনিই করলেন এবার। হেডস্যার খাতাখানা আগাগোড়া দেখলেন। তারপর বললেন, নগেন, অঙ্কগুলো তো হয়নি, দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু যাই বলো বাপু, কবিতাটা কিন্তু খাসা হয়েছে। অহা! কী সলল স্বীকারোক্তি ও অন্তরিকতা! শোণো না; তারপর হেডস্যার রায় দিয়ে, একে অঙ্ক কষাতে চেষ্টা করো, তাই বলে কবিতা দেখো বাধা দিও না। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন হেডস্যার আর কেউ নন, স্বয়ং গুরুদেব, রবীন্দ্রনাথ নিজেই।

কন্যাশোকে বিহুল কবি

এত অপমান এত দুঃখও কবি নীরবে মুখ বুজে সহ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পের সেই করুণ কাহিনি অনেকের মনে আছে নিশ্চয়? শুধু বরণপের ঢাকা শোধ করতে পারেননি বলে রামসুন্দর মিল মেয়ে নিরপমাঝে জীবনে নিজের বাড়িতে আনতে পারলেন না। মেয়ে আর ঘরে এল না। মেয়ের মরা খবর একদিন বাবার কাছে এল! ‘দেনাপাওনা’ - র গল্প যে কবির জীবনেও একদিন অনেকটাই মিলে যাবে কবি কি সেদিন ভেবেছিলেন? কবির জ্যেষ্ঠকন্যার নাম ছিল মাধুরীলতা। কবির সব থেকে আদরের মেয়েবেলা। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কবি একান্ত নিরুপায় হয়ে বেলার বাল্যবিবাহ দিয়েছিলেন। বিয়ে হয়েছিল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছেলে শরৎকুমারের সঙ্গে। কবিকে এই বিয়েতে মোটা টাকা বরণপও দিতে হয়েছিল। কবি সারাজীবন এ কাজের জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি।জীবনে অনেক কিছুই আমাদের নিজের হাতে থাকে না।এরপরে কবি নিজের পয়সা খরচ করে জমাইকে বিলেতে পড়তে পাঠান।এরপরেও কবির কাছ থেকে নানা উপায়ে শরৎকুমার টাকা চাইতে লাগল। এ কাজে এবার যে স্ত্রী বলাকেও সঙ্গী করল। যে বেলা বাবার এত আদরের ছিল সেই বেলায় কিভাবে এত পরিবর্তন হয়ে গেল কবি ভেবে পেলেন না! বেলার শ্বশুর বাড়িতে গেলে জমাই কবিকে নানাভাবে অপমান করতো। এবার শরৎকুমারের নতুন আবদার তাকে একটা মোটরগাড়ি কিনে দিতে হত। কবির তখন দারুণ অর্থকষ্ট চলছে। কোথায় পাবেন এত টাকা? এরপর একদিন খবর এল যে বেলার টি বি হয়েছে। কবি শোনামাত্র শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এলেন। কবি রোজ মেয়েকে দেখতে যেতেন। কেউ কবির সঙ্গে কথা বলত না। মোটরগাড়ি পায়নি বলে, জমাইয়ের মেজাজ গরম। রবীন্দ্রনাথ হয়ত এসে বেলার কাছে এসে বসেছেন এমন সময় জমাই শরৎকুমার ঘরে ঢুকল। সামনে রাখা টেবিলের ওপর পা তুলে বসল। কবির সামনে ঘরের মধ্যে সিগারেটের রিং ছাড়তে ছাড়তে পায়চারি করতে লাগল। কবির সঙ্গে কেউ কথা বলতো না। কবি শুধু নিথর হয়ে বসে থাকতেন। মেয়ে না? রক্তের টান। তারপর কিছুক্ষণ পর আসছি মা- বলে আন্তে আন্তে মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন। মাত্র বত্রিশ বছরে বেলা ঢলে গেল কবির বুক খালি করে। হয়ত বাতাস সেদিন কাদতে কাদতে গাইছিল ..এই করেছ ভালো, নিচু’র, এই করছো ভাল। এমনকি করে হৃদয়ে মোর তীর দহন জ্বালো। প্রশান্তকুমার পালের রবীজীবনী ও আরো কিছু বই পড়ার স্মৃতি এবং ‘দেনাপাওনা’ গল্পটির সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে এই লেখা।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন, প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন,মা সারদা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিণী। তিনি শক্তিদায়িণী। তিনি শক্তি দেন হলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করবে। তিনি আহুত বলেই শত্রুকে বিনাশ সত্ত্ব। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন বলেই ভারত তত্ত্ব শক্তিশালী। মা সব সব কিছু, সহ্য করতে পারেন। মা

ভবতারিণীর আরতি হওয়ার পর মা সারদাকে প্রমাণ করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ জগত জননী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা ভবতারিণীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে ব্রীজজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন অভয়দান কারিণী। তিনিই জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক ওটেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ সুভাষ চন্দ্র বোসকে স্নেহ করে গিয়েছিলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এডওয়ার্ড ফার্লে ওটেন। তিনি যে খুব বড় মনের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর পরিচয় তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়ে থাকি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ওটেন নিগ্রহ হওয়ার ফলে যে গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা কিন্তু সহজে মিটে যায়নি। দু’দুটো তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম তদন্ত কমিটি তৈরি করেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস। তারপরে দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির তৈরি করা হয়েছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। কলেজের অধ্যক্ষকে এই কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। কিন্তু অধ্যক্ষের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই এই তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে তাই অধ্যক্ষ নিজেকে অপমানিত বোধ করে কমিটির সদস্যপদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন এবং বিশেষ করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি অধ্যক্ষ মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তবে তদন্ত কমিটির সামনে ওটেন কোনও ছাত্রের নাম করে নালিশ করেননি। তিনি কি ঘটনা হয়েছিল তাও পরিস্কার করে বলতে পারেন নি বা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। তাহলে দেখা গেল যে শিক্ষক স্বয়ং ছাত্রদের নামে নালিশ করতে অপারগ হয়েছেন। যে শিক্ষক লাল্জিত হয়েছেন তিনি নিজেই তদন্ত কমিটির কাছে দোষী ছাত্রের নাম বলতে পারছেন না কিংবা দ্বিধাবোধ করছেন। তাহলে দেখাত পাওয়া গেল যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে তদন্ত কমিটি ঘটনার সত্যকে প্রকাশ করেছেন বা বলতে গেলে বহু কথার মধ্যে দিয়ে সার কথাটিকে প্রকাশ করেছেন। তদন্ত কমিটির সদস্যরা প্রকৃত অভিযুক্ত ছাত্রদের নাম বলতে পারেনি। তারা অনুমান করতে শুরু করে দিয়েছিল যে সুভাষ চন্দ্র বাস এবং অনঙ্গমোহন দাম দোষী ছিল। সেই নিগৃত শিক্ষক পরবর্তীকালে সুভাষ বোসের রহস্যজনক নিহত হওয়ার সংবাদ ব্যখিত করে ছিল এবং তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন। হাজার হোক সুভাষ বোস তাঁর ছাত্র ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি তাঁর সুভাষকে ছাত্রকে স্নেহ দিয়ে একটি সনেট রচনা করেছিলেন যার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৭ সালে। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে শিক্ষক ওটেন সুভাষকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রত্যেক ছাত্রদের ভালোবাসতেন। তিনি চাইতেন ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জগৎ সভায় যতে বড় হতে পারে। সেই দিকে তাঁর বেশি নজর ছিল। সেই কারণে তিনি ক্লাস চলাকালীন কোনও গণ্ডগোল বরণস্ত করতে পারতেন না। তবে এটা ঠিক যে ওটেন নিজেকে একজন

that you once challenged in your land / Was mighty, Icarus-like your courage planned / To met the skies and storm in battle set /The ram-parts of high Heaven, to claim the debt / Of free-



dom owed, on plain and rude demand. / High Heaven yielded, but in dignity / Like Icarus, you sped towards the sea / Your wings were melted from you by the sun, / The genial patriot fire that brightly glowed / In India’s mighty heart and flamed and flowed / Earth from her Army’s thousnad victories won! (by -Edward Farley Oaten)। ওডওয়ার্ড ফার্লে ওটেন (১৮৮৪-১৯৭৩) তিনি একটি বই রচনা করেছিলেন সেই বইটির নাম হচ্ছে ‘‘ মাই মেমোয়িজ ইন ইণ্ডিয়া’’। সেই বইটিতে সুভাষকে ‘তরণ আদর্শবাদী’ বলে অভিহিত করেছিলেন। কবিতাটির সঙ্গে একটি গল্প রয়েছে। গম্ভটি হল এই রূপ- ‘‘ আইক্যারাস ছিলেন ডিডালোসের পুত্র। তিনি যখন ক্রিট দ্বীপ থেকে উড়ে যাবার সংকল্প করেছিলেন তখন তাঁর পিতা তাঁর দেহের সঙ্গে গালা দিয়ে তৈরি দুটি ডানা জুড়ে দিয়ে বলেছিলেন, তিনি যেন বেশি ওপরে ওঠার চেষ্টা না করেন। আইক্যারাস পিতার এই কথাকে ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি এত ওপরে উঠেছিলেন যে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে তাঁর দুই ডানা গলে গিয়েছিল এবং তিনি সমুদ্রের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। বর্তমানে এই সমুদ্র



ফেলিবার দুঃসাহসিক সংকল্প করিয়াছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে স্বাধীনতা হরণ করি হইয়াছিল ও যাহার জন্য নিয়মতান্ত্রিক (plain) এবং রূঢ় (rude) রক্তাক্ত দাবি করা

জানা-আজানা

কিছু জানা অজানা। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাঙালিদের মধ্যে প্রথম গ্যাজেট। কিন্তু হলে হবে কী, বি.এ. পরীক্ষায় আসলে তিনি ফেল করেছিলেন। তাকে প্রেস দিয়ে পেশা করানো হয়েছিল। কল্পনা করুন তো, তিনি কোন পেপারে ফেল করেছিলেন? কোন পেপারে তাকে গ্রেস দিয়েছিল? তিনি ফেল করেছিলেন বাংলায়। যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা পড়তে গিয়ে আমরা উঠতে-বসতে ফেল করি তিনি সেই বাংলাতেই ফেল। ভাবা যায়? সেই পরীক্ষায় তার একজামিনারের নাম গুনলে হয়তো আরো অবাক হবেন-একজামিনার ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। হয়তো এই আহত মর্যাদার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অবচেতন মনে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর বিধবা আন্দোলন শুরু করলে তিনি তার বিরুদ্ধতা করেছিলেন। বিধবা বিয়ের বিষয়য় ফল কী হতে পারে তা দেখানোর জন্যে ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাস লিখেছিলেন। আসল কথায় আসি সেবার বি.এ. পরীক্ষার্থী ছিলেন তিনজন, তিনজনই ফেল করেছিলেন। বঙ্কিম হয়েছিলেন ফেলের মধ্যে ফার্স্ট। এভাবেই বাঙালির ইতিহাসে তিন প্রথম গ্যাজেট হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এখন প্রশ্ন- কেন বঙ্কিমের মতো এমন প্রতিভাবান একজন মানুষ এমন সহজ একটি বিষয়ে ফেল করেছিলেন? এর উত্তর কঠিন নয়। বাংলা তখনও ছিল সংস্কৃত-বৈষ্য। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক কঠিন জিনিস ছিল বাংলার অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো চোখ বন্ধ করে মুখস্থ না করে উপায় ছিলো না। বঙ্কিম এবং তাঁর ব্যাচের অন্যান্য হয়তো সেগুলো ঠিকমতো মুখস্থ করতে পারেননি। বাংলার সেই প্রচটা বেরিয়েছিল কলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকায়।

হইয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাওয়া। ক্যাবিনেট-মিশন পাঠাইয়া সেই রাজশক্তি (High Heaven) তোমাদের দাবি মানিয়া লইতে রাজি হইয়াছিল; কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদাবোধ তোমাকে আইক্যারাসের মতন সমুদ্রের অভিমুখে চালিত করিয়াছিল। তোমার পাখা সূর্যের তালে গলিয়া গেল। ওই তাপ হচ্ছে ভারতমাতার বিশাল হৃদয়ে যে স্বদেশভক্তির আওন প্রোচ্ছলভাবে দীপ্তি পাইতেছিল তাহাই। ভারতীয় সেনাদলের সহস্র বিজয়ে ওই দীপ্তি ভাস্কররূপে প্রবাহিত হইয়াছিল। (মাসিক বসুমতি, আশ্বিন, ১৩৭৬)। ১৩৪৫ সালের মাঘ শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ সুভাষ চন্দ্রকে ‘দেশনায়ক’ পদে সম্মানিত করে একটি বাণী পাঠ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধের শুক্লটা হয়েছিল এই বলে-“বাঙালি কবি আমি, বাংলা দেশের হয় তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করছি। গীতায় বলেন, সৃকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুগতির জলে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় অনিয়াক।” সুভাষ চন্দ্র বোসের ওপরে কবিগুরু আত্মা রাখতে পেরেছিলেন যে পরাধীন দেশকে মুক্ত করার শক্তি তাঁর মধ্যে রয়েছে। কবিগুরুর দূরদর্শিতা ছিল। সেই দিব্য দৃষ্টি দিয়ে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে একদিন না একদিন ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন করতে সুভাষ বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সেই কারণে কবিগুরু ‘দেশনায়ক’ প্রবন্ধে সুভাষকে উদ্দেশ্য করে লিখছেন,এইরকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের

দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।’’ কবিগুরু কবেশো রাজনীতির হাতে ঘড়ি দেশবন্ধুর হাত ধরেই সুভাষের। কংগ্রেসে তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলায় দেশবন্ধুর হাত ধরে কংগ্রেসে বাংলার প্রভাব বিস্তার করছে। তখন সুভাষ বোসের মতো একনিষ্ঠ সেবকের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দেশবন্ধুর কাছে। কংগ্রেস দলের আদর্শকে সমানে রেখে চলার প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলেন দেশবন্ধু। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পেলাম যে সুভাষ কংগ্রেসের সঙ্গে আর থাকতে পারলেন না। দেশবন্ধু ইহলোক ত্যাগ করার পর পরই কংগ্রেসের সঙ্গে একটি বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করে দিল সুভাষের। কংগ্রেসের তখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতার মধ্যে দিয়ে শাসন ক্ষমতা ভোগ করার ব্যাপারটাকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। কংগ্রেস দলকে মিলিটারি দলে পরিণত করার ইচ্ছা ছিল সুভাষের। দেশবন্ধু তা জানতেন। দেশবন্ধু পরলোকগমন করতে সুভাষ বোস করেছিলেন যে দাঁত থাকতে আমরা দাঁতের মর্যাদা দিতে পারে না। কথাটা ইতি সত্যই।

কিংবদন্তী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী গওহরজান

শঙ্করলাল কর্মকার
গওহর জান এক স্বনামধন্য ভারতীয় গায়িকা।হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীতের গজল, দাদরা ও ঠুমরি গোত্রের গানের এক বিরল শিল্পী। ভারতের প্রথম মহিলা সুপারস্টার। তিনিই প্রথম ভারতীয় শিল্পী যার থেকেই পারদর্শিতার কারণে হিন্দ্‌যুগী গান, কথক, ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পকলায় ছিল তার অনায়াস গতি। কিছুদিন বারানসী অবস্থানের পর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে চলে আসেন দেশের রাজধানী কলকাতায়। তখন মেট্রোপলিট্রক্‌জ বাস করতেন নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ। তার সভাশিল্পী হিসাবে তিন বৎসর থাকার পর নিজে কলকাতা চিৎপুর অঞ্চলে নাখোদা মসজিদের পাশে (বর্তমানে ৯২, রবীন্দ্‌ সরণীতে) একটি বাড়ি কেনেন। এখানে ছোট গওহরের সংগীত, নৃত্য ও ভাষা শিক্ষা শুরু হয়। মায়ের শিক্ষা ও গুণে এমনিতেই গুণাঙ্ঘিত ছিলেন। সেই মায়া বর্ধবখ্যাত ওস্তাদের (যেমন পাতিয়ালা ঘরানার কালু খান, আলি বক্স জায়েল, কিংবাস্তি কৃষ্ণকিশরী বৃন্দদীন মহারাজ, ধ্রুপদ শ্রীজনবাবু, চরণ দাসের বালারী। কীর্তন) কাছ থেকে তালিম নেন এবং অচিরেই নৃত্য ও সঙ্গীত পটীয়সী হয়ে ওঠেন ও খ্যাতি অর্জন করেন। মালকাজান ও গওহরজানের গানের খ্যাতি শুনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেন বরণতীকলের আর এক কিংবদন্তি বেগম আখতার।
কিশোরী গওহর জানের প্রথম অনুরাগ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিহারের দ্বারভাঙা মহারাজের আমন্ত্রণে। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি হয়ে গেলেন রাজার সভাশিল্পী। পরে চলে আসেন কলকাতায়। নিজেই স্বাধীন ভাবে অনুষ্ঠান করতে থাকেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার অনুষ্ঠানে ক্ষ্ম্ফার্স্ট ড্যানসিং এরলপের পরিচিতি পায়। গওহর দেশের বিভিন্ন শহরে মেহফিল করে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইতিমধ্যে চিৎপুরের তার বাড়ি কলকাতার বিশেষ দ্রষ্টব্য গওহর বিল্ডিং (বর্তমানে পরিবর্তিত নাম ‘সেলিম মঞ্জিল’) পত্রিকায়।

সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের স্বাধীনতা



মধুসূদন দে, ২২ জানুয়ারি : পরাধীন ভারতবর্ষ। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য দেশবাসীর আবেগ থরথর করে কাপছে। এই সময় নেতাজির কর্ণে ধ্বনিত হল-- তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল ভারতের কোটি কোটি মানুষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কোনদিন তাঁর কণ্ঠরোধ করতে পারেনি। বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল উড়িষ্যার কটক শহরে। ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি। বাবা জানকীনাথ বসু। মা প্রভাবতী দেবী। আদি নিবাস দক্ষিণ চবিশ

পরগনার কোদালিয়া গ্রাম। বিপ্লবী ক্ষু দিরাম বসুর ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলিদান। ছাত্র সুভাষচন্দ্রের মনে ব্যাপক ভাবে ছাপ ফেলল। সুভাষের মনে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন শিক্ষক বেধীনাথব দাস। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বুড়িবালাম নদীর তীরে বাঘাঘাতীনের আত্মবলিদান সুভাষের মনকে সেদিন দারুণ ভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। সুভাষ মানে কোনো আশেবা নয়। সুভাষ মানে হল লড়াই ও আন্দোলন। দেশকে স্বাধীন করতে। পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করতে। তাঁর বলে লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা। মূলে ধরে সুভাষ তাঁর মাকে জড়িয়ে ধরে বলতেন--মা তুমি কেন লাজ্জিত? তোমার সঙ্গে দেশমাতার যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই নি। দেশ মাতার অপমান যে আমার মায়ের অপমান বলে মনে হয় মা। আমার স্বপ্ন শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমার স্বপ্ন ন্যায় আর সামোর উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র। সুভাষচন্দ্র ওটেন সাহেবের গায়ে হাত তুলেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে নয়। তিনি ভারতীয়দের অপমান সহ্য করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির প্রবল চাপে ব্রিটিশ সরকার এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। নেতাজী সেই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করতে পারেন। এই ভেবে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ সালের ৪ জুলাই সুভাষ কে কলকাতায় গৃহবন্দী করে। কিন্তু সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি ছদ্মবেশে ১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশ ত্যাগ করেন। প্রথমে কাবুল, তারপর রাশিয়ার মস্কো হয়ে জার্মানির বার্লিনে উপস্থিত হন। ১৯৪৩ সালে রাসবিহারী বসুর অনুরোধে ডুবো জাহাজ করে জার্মানি থেকে জাপানে আসেন। জাপানে এসে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়ে গঠন করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। তিনি হলেন তার সর্বাধিনায়ক। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরা তাকে নেতাজী আখ্যায় ডাঙিত করেন। নেতাজীর দিল্লি চলে। ভাষ্যক সেনাবাহিনী উদ্ধৃত হয়। ১৯৪৩ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজীর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৪ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মাটি ইক্ষ্মলে ভারতের স্বাধীন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় আজাদ হিন্দ

বাহিনীকে দুর্বল করে। এই সময় সুভাষচন্দ্র জাপানের তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে সাহায্যের আশায় বিমানে যাত্রা করেন। সেই বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রচারিত হয় বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর খবর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইংরেজ সাহেব ওটেন কি উপলব্ধি করলেন। যখন ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট ওটেন সাহেব শুনলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সর্বাধিনায়ক তার প্রাক্তন বিদ্রোহী ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসুর বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। ওটেন সাহেব ভাবলেন-- তোমার হাতেই কি আমি একদিন লাজ্জিত হয়েছিলাম? সুভাষ তোমার সেই বুদ্ধি প্রেমিক হৃদয়ের গতিবেগ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি আরও ভাবলেন যেই কলকম্ময় ইতিহাস যদি ভুলতে পারতেন। সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ ভক্তির কাজ ওটেন সাহেব হার স্বীকার করলেন। তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন -- তরুণ বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়। রাষ্ট্রপতির লড়াই ও সংগ্রামের ফলে দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু এই স্বাধীনতা তাঁর স্বপ্নের স্বাধীনতা নয়। যেখানে ন্যায় আর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।



দূরন্ত বার্তা, স্মৃতি, ২২ জানুয়ারি : ফরাক্কার কৈদারনাথ ব্রিজ থেকে নিশিত্রা হাইস্কুল পর্যন্ত প্রায় দুই কোটি টাকা বরাদ্দে রাস্তার কাজ নিয়ে বিতর্ক। রাস্তার কাজ সিডিউল মেনে করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বৃধবার রাস্তার কাজ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন খোদ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। সদ দিলেন স্থানীয়রাও। ফারাক্কার বেওয়া ২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা এলাকার বাসিন্দা বরুণ ঘোষের অভিযোগ, রাস্তার কাজের জন্য সিডিউলে ওয়েস্টেজ সামগ্রিক অভিযোগ, রাস্তার কাজের জন্য সিডিউলে ওয়েস্টেজ সামগ্রিক ব্যবহার করার কথা না থাকলেও সেই ওয়েস্টেজ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টি মঞ্জুরে আসতেই আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছি। যদিও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিরা তৃণমূলেরকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন রাস্তার কন্ট্রাক্টর সেলিম সেখ। তার দাবি, নিয়ম মেনেই রাস্তার কাজ হচ্ছে। বরুণ ঘোষের কাছে পকলিন না নেওয়াতেই এধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ কয়েকনে তিনি। রাস্তায় ওভারলোড গাড়ি চলায় মধ্যেই আমাকে কাজ করতে হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন কন্ট্রাক্টর সেলিম সেখ। উল্লেখ করা যেতে পারে, দীর্ঘদিন ধরেই একেবারে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল ফারাক্কার কৈদারনাথ ব্রিজ থেকে

বেওয়া নিশিত্রাগামী এই রাস্তাটি। অন্যান্য সময়ের থেকে সবচেয়ে বেশি কষ্টের মধ্যে পড়তে হতো বর্ষার সময়ে। ছাত্র- ছাত্রীদের ব্যাপক দুর্ভোগে পড়তে হয়। যদিও সুস্প্রতি এই রাস্তাটির উন্টার হয়। দেড় কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয় দুই কোটি এক লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই সেই কাজও শুরু হয়েছে। জেলা পরিষদের আওতায় থাকা এই রাস্তাটি কন্ট্রাক্টর সেলিম সেখের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। এদিকে রাস্তার কাজ চলার মধ্যেই রাস্তার কাজে ওয়েস্টেজ অর্থাৎ পুরাতন রাস্তা থেকে উঠিয়ে শেলা সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি। নতুন রাস্তার কাজে রিজেক্ট সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও দাবি তার। খোদ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির এই দাবি ঘিরে ব্যাপক হইচই সৃষ্টি হয়। যদিও রাস্তার কন্ট্রাক্টর সেলিম সেখ পাল্টা। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সেলিম সেখের দাবি, সিডিউল মেনে কাজ করলেও বরুন ঘোষের কাজ থেকে পকলিন না নেওয়াতেই রাস্তার কাজ নিয়ে আপত্তি করেছেন উনি। এদিকে কন্ট্রাক্টর সেলিম সেখের এই দাবিকেও কার্যত উড়িয়ে দিয়ে

শালিকাকে ধর্ষণ

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ জানুয়ারি : নাবালিকা শালিকে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে শোলাবকি মিশিয়ে খাইয়ে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত জামাইবারু। ঘটনাটি ঘটেছে বর্গাা থানার এলাকায় । পুলিশ জানিয়েছে ধৃতর নাম শুভ দেবনাথ। বাড়ি পেট্রোপোল এলাকায় । বৃধবার নাবালিকার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবককে প্রেহতার করা হয়েছে। ধৃতকে এদিন বর্গাা মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তার ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ।

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYAT VILL -DEHIBATPUR,P.O.-ALATI P.S.-PURSURAHOOGHLY. Notice Inviting e-Tender
e-NIT vide NIT No: 11/DGP/24-25(SI no. 1), Fund : SFC , Dated 22/01/2025 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Online EMD & Tender fees through ICICI Bank Payment Gateway in e-procurement portal for deposit from 22/01/2025 to 31/01/2025 , Bid submission closing online on 31/01/2025 at 17.30 Hrs. Date of Bid Opening 04.02.2025 (11:30 O’Clock). For details contact the above office or visit https://wbttenders.gov.in
Sd/- Prodhnan, Dehibatpur Gram Panchayat

ইন্টারন্যাশনাল কনভেন্সরস লিমিটেড CIN: L21300WB1973PLC028854
নিবন্ধিত অফিস: ফরাসা এক্সপ্রেসড, সেক্টর- 11, পাশপ পাড়া নং ৬ এর কাছে, পুরা মেইলা-আকামেরা, জেলা ২৪ পূর্ববঙ্গ (দিল্লি), পিনকডম-৭৪৫০৪৪
কর্পোরেট অফিস: ১০ মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০১১
ফোন: (০৩৩) ৪০০১-০০৬১
ইমেইল: investors@icbtlbng.com ওয়েবসাইট: www.icbtlbng.com
পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

ইন্টারন্যাশনাল কনভেন্সরস লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের এখানে জানানো হচ্ছে যে, থারা ১০৮, ১১০ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৬-এর অন্যান্য প্রয়োজ্ঞাধারা, যদি থাকে, অনুসারে (আইন) কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪, সংশোধিত (নিয়ম) (আপাতত বরখাস থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পূর্নগঠন সহ) সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ /২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭ /২০২০ তারিখ ১৬ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০ /২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২ /২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৬ /২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯ /২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১০ /২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১০ /২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭ /২০২২ তারিখ ০৫ মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ১১ /২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ০৮ /২০২২ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ৩ /২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কর্তৃকইে বিষয়ক মহাপ্রাণ্য (এসিএল) (এমসিএ সার্কুলার) দ্বারা জারি করা হয়েছে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ প্রক্টর বিধান ভারতীয় বোর্ড (অলিকাবড্ডির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধানমালা, ২০১৫, সংশোধিত অনুসারে, কোম্পানি ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের ডাক ব্যালট নোটিশটি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সকল যেসব সদস্যের ই-মেল ঠিকানা ডিবেহাটপুর সাথে নিবন্ধিত / ডিসিগালিটির অংশগ্রহণকারী / কোম্পানীর রেজিস্টার এর শেয়ার স্থান্যর এজেন্ট (আরটিএ) সের্গেস মেক্হেরী ডেটামোজিও প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে শুক্রবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত দিল্লিঅিত এজেন্ট আইটেমগুলির জন্য তাদের অনুমোদন চেয়ে পাঠানো হয়েছেঃ

আইটেম নং	এজেন্ট	রেজিস্টারিউন টিকানা
(১. শী গোপাল কাহারিয়া (DIN-01832931) কে কোম্পানির পরিচালক হিসেবে নিয়োগ	সাধারণ	
(২. শী গোপাল কাহারিয়া (DIN-01832931) কে কোম্পানির সোয়াম্যাম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ এবং তার পার্শ্বমিত্র নিয়োগ	বিশেষ	

MCA সার্কুলার অনুসারে, ডাক ব্যালট নোটিশ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা কোম্পানি / ডিসিগালিটির অংশগ্রহণকারী / RTA-তে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন এবং যাদের নাম কোম্পানি / RTA / ডিসিগালিটির দ্বারা রক্ষিত সদস্য। বেনিফিটারিয়ার মালিকদের বেনিফিটারি লিপিগুরু আছে। শুক্রবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ (কাট-অফ তারিখ)। যে কেউ কাট-অফ তারিখে সদস্য না তাদের এই নোটিশট শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত। ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিসিগালিটির লিমিটেড (NSDL) এর পরিচাে নিয়ন্ত্রণ করেন। মি. এচ. টি. বোয়ালা, এচ. টি. বোয়ালা অথবা এসিগেটের, টাটা অ্যান্ড কোম্পানি-এর স্বত্বাধিকারী (সদস্য নং 066126 ফান্ড রেজিস্ট্রার নং 332167৫) কে ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সহ ও স্বত্বভাে যোগা-বাধ্যত করার জন্য স্ক্রিনিংইহার হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। সদস্যরা এখানে উল্লেখিত সমসকালে তাদের ভোটে দিতে পারবেন নিচেঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুক্রঃ কৃষ্ণপ্রতিপদা সফল ১.০০ টা ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫

রিমোট ই-ভোটিং শেষঃ শুক্রবার, সন্ধ্যা ৫.০০ টা ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না এবং পূর্বোক্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে NSDL দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি অবিলম্বে নিষ্ক্রম করা হবে। শুধুমাত্র সর্বসেস শেয়ারহোল্ডার যাদের নাম 'নিবন্ধন / উপকারীর নিবন্ধন' এ ডিসিগালিটির কর্তৃক রক্ষিত মালিকদের তালিকাভুক্ত থাকবে, তাহাই তাদের ভোটে দিতে পারবেন। ডিবেহাটবিলাহিজড, জিফকাল মেডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। যেকোন সদস্যরা ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে তারা কীভাবে এটি পেতে / জেনারেট করতে পারবেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে। সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করার জন্য ' ব্যালট নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে পারেন। যদি প্রস্তুতটি অনুমোদিত হয়, তাহলে তা ই-ভোটিং এর শেষ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে পুঁহিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। ই-ভোটিং এর ফলাফল মঙ্গলবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিসিগালিটির এবং আরটিএ-তে জানানোয় পাশাপাশি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.icbtlbng.com এ প্রকাশিত হবে। কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিসে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফলও প্রদর্শন করবে। পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.icbtlbng.com এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট বিএনই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ যথাক্রমে এবং NSDL (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা) www.evoting.nsdl.co.in থকা দ্বারা কোম্পানির মিসেস কোম্পানি সেক্রেটারি-এর সাথে investors@icbtlbng.com বা টেলিফোন নম্বর ০৩৩ ৪০০১ ০০৬১-এ যোগাযোগ করতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেন্সরস লিমিটেডের জন্য, স্বা।-	দীপ্তি শর্মা
স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ জানুয়ারি ২২, ২০২৫	কোম্পানি সচিব ও কমপ্রাইভেস অফিসার

বীরভূমে বাঘের ডেরায় সিংহ কাজল শেখ

দূরন্ত বার্তা, নানুর, ২২ জানুয়ারি : কেউ অন্যায় করলে তার উপর সিংহের মতো আঁপিয়ে পড়বে। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মাথায় মুকুট যুক্ত সিংহ উপহার পেয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব ফায়োজুল হক ওরফে কাজল শেখ সিংহ। হাংবোতের এও বুঝিয়ে দিলেন অনুরত মণ্ডল বাঘ হলে তিনি সিংহ। তাও আবার মুকুট যুক্ত। বৃধবার ছিল বীরভূমের নানুর ব্লকের চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়ের নবীন বরণ উৎসব। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে ওই অনুষ্ঠানে কাজল শেখের হাতে একটি ব্রশের সিংহ উপহার দেওয়া হয়। সিংহের মাথায় রয়েছে সোনালি মুকুট। তিন ফুটের ওই সিংহের ওজন ১২-১৪ কেজি। দলীয় ছাত্র সংগঠনের কাছ থেকে এমন উপহার পেয়ে উজ্জীবিত কাজল

শেখ নিজেকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করে ফেলেন। সাংবাদিকদের বলেন, বিভিন্ন সময় আমাকে বলা হত মুকুটহীন সম্রাট। বিভিন্ন বরনের আখ্যা, উপাধি আমাকে দেওয়া হয়েছে। সেই সব কথা মাথায় রেখে, সেই তকমা বেড়ে ফেলতেই কলেজের ভাইরা আমাকে এই উপহার তুলে দিয়েছে। আমিও কথা দিছি বীরভূম জেলায় কোথাও কোন অন্যায় আচ্যার দেখলে সিংহের মতো আঁপিয়ে পরব। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুরত মণ্ডলকে দলীয় কর্মীরা বাঘের সঙ্গে তুলনা করেন। এক সময় সেই বাঘকে নিয়ে নিজের ফেসবুকে কটাক্ষ করেছিলেন কাজল শেখ। শীর্ণকায় বাঘের ছবি দিয়ে কাজল অনুরতকে কটাক্ষ করেছিলেন বদ দলের একাংশের দাবি ছিল। এবার সিংহের মূর্তি পেয়ে কাজল শেখ

কার্যত অনুরতকে ছাপিয়ে গেলেন বলে মনে করছেন অনেকেই। অবশ্য কাজলের কথাবার্তায় তেমনই ইঙ্গিত ধরা পড়েছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নানুর ব্লক সভাপতি অধিল রেজ্জাক বলেন, বনের রাজা যেনম সিংহ। তেমনই কাজল শেখ আমাদের কাছে সিংহের সনান। তিনি যুব সমাজকে সিংহের মতো আগলে রেখেছেন। তাই আমরা তাকে ওই উপহার দিয়েছি। অনুরত মণ্ডল বাঘ। তবে কে বড় সেটা নেতারা বলতে পারবেন। বিজেপির বোলপুর জেলা সাংগঠনিক সভাপতি সন্যাসী চরণ মণ্ডল ওরফে অষ্টম বলেন, বাঘ (অনুরত) বছর দুয়েক খাঁচায় থেকে সব বেরিয়ে এসেছে। তার আর তেজ নেই। এখন নিজেকে যিনি সিংহ ভাবছেন তিনিও খুব তাড়াতাড়ি খাঁচায় ঢুকবেন। তিনি আরও বলেন, ছাত্রছাত্রীদের এই

খালপাড়ার প্লাস্টিক গুদামে হানা দিল শিলিগুড়ি পৌরনিগম

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : শিলিগুড়ির খালপাড়ার প্লাস্টিক গুদামে হানা দিল শিলিগুড়ি পৌরনিগম। পৌর নিগম সুত্রে জানা গেছে ওই ব্যবসায়ী বেআইনিভাবে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিবাগ মজুত করেছিল। স্টেপসিফিক খবরের ভিত্তিতেই ওই নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিবাগ মজুদ থাকা গুদামে হানা দিল শিলিগুড়ি পৌর নিগম। বৃধবার শিলিগুড়ি পৌর নিগমের পরিবেশ বিভাগের কর্মীরা, শিলিগুড়ি থানার খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ কর্মীদের সাথে নিয়ে শিলিগুড়ির খালপাড়া এলাকার ওই গুদামে হানা দেয়। শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র সরকার জানিয়েছেন আইন ভেঙে ওই গুদামে লক্ষ লক্ষ টাকার প্লাস্টিক ক্যারিবাগ মজুদ করা হয়েছিল। প্লাস্টিক ক্যারিবাগ পুত্রোপুরি নিষিদ্ধ। সিঙ্গেল ইউজ এই প্লাস্টিক ক্যারিবাগ বেআইনিভাবে মজুদ রেখে শহরের বিভিন্ন বাজারে

সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছিল বলেই কর্পোরেশনের কাছে অভিযোগ এসেছিল। সেই খবরের ভিত্তিতেই অভিযান চালায় পৌরনিগম। শিলিগুড়ি থানার খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশকে সাথে নিয়ে ওই অভিযান সংঘটিত করে শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানিয়েছেন প্রায় এক ট্রাক নিষিদ্ধ ক্যারিবাগ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও আইন অনুগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রঞ্জন বাবু। সুত্রের

খবর মিনপপল্লীর বাসিন্দা ঐ নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিবাগ কারবারীর আরো দুটি গুদাম শিলিগুড়ি শহরে রয়েছে। সেখানেও অভিযান সংগঠিত করবে পুলিশ এবং পৌরনিগম বলেই সুত্রের খবর। সুত্রের খবর দীর্ঘদিন ধরেই ওই ব্যবসায়ী বেআইনিভাবে হকার্স কর্নার পার্শ্ববর্তী রেল গেটের পাশের দোকান থেকে এবং শহরের দু তিনটি গুদামে থেকে শহরের বিভিন্ন বাজারে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিবাগ সাপ্লাই করতে বলেই অভিযোগ।

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন আদায়ের বিস্তৃপ্তি

নং. সিওএল/সিঅ্যাকভি/নিউ এলটসেন্ট/এসপিএল/২০২১, হাওড়া, তারিখ ২১.০১.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কোমিশনার), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম স্টা, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনের 'পি' ক্যাটাগরির প্যাসেঞ্জা স্টেশনে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ০১ টি মাসিক-পারসাল স্টল (এমপিএস) ব্যবহারের জন্য ই-অকশন আদান করা হয়েছে। আরও তথ্যের জন্য ই-অকশন লিঙ্কিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in** দেখুন। অকশনের বিশদ বিবরণঃ অকশন ক্যাটালগ নং. ৫ এমপিএস-ফর্ম০৩-২৫; এসইউসি নং. ৫ এম।পি.এ. লট নং./ক্যাটাগরি ১ এমপিএস-এট্রডউট্রিএট্রড-পিউএ-এমপিএস-৭৫-২৫-২৫(এমপিএস-মাল্টিপারাস স্টল); বিবরণঃ ৫ মাসিক পারসাল স্টল ০৫ বছরের জন্য - সর্বত্রিচ্ছ; **রৌ ইউসিটি ২** বারিক লাইসেন্সিং ফি; **ট্রাণ/নিউ** ১১৮২৬; **সাপ্লিগর তারিখ/সময়** ০৩.০২.২০২৫, ১২.৩০ টায়; **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)** ০.২২; **ইএমডি** ৫ %; **টার্গেটডার প্রয়োজ্ঞা** ৪ %; **স্টল** ০১।

উটার বিলগুড়ি রেকর্ডস: **www.in.railanrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**এ পঞ্জাযা যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : **@EasternRailway** **@easternrailwayheadquarter**

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এম।১	সিএটিজি-কেআইথার-এলএফ-জিএমইউ-১১০২৩-১ (ক্যাটরিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট)	লাভা রেলওয়ে স্টেশনে পিকিউডি গ্রান্ডেজ দিকে পিএফ-০১-এ ক্যাটরিং স্টলের বরাদ্দ।
এম।২	সিএটিজি-কেআইথার-এসআই-জিএমইউ-৬৪-২৩-১ (ক্যাটরিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট)	সোমাইলি রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের অধীনে পিএফ-০২-তে একটি জিএমইউ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।৩	সিএটিজি-কেআইথার-এক্সসিআর-জিএমইউ-১১৬-২৩-১ (ক্যাটরিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট)	হরিনন্দপুর রেলওয়ে স্টেশনের কুয়েমপুর গ্রান্ডেজ দিকে পিএফ-০১-এ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।৪	সিএটিজি-কেআইথার-আরটিজি-জিএমইউ-৯০-২৩-১ (ক্যাটরিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট)	হারিকাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসএস অফিস এবং বাইরে বেরোনের গেটের মধ্যে পিএফ-০১-এ একটি ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।৫	সিএটিজি-কেআইথার-এলএফ-জিএমইউ-৯৪-২৩-১ (ক্যাটরিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট)	নন্দকালনি রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের অধীনে পিএফ-০১-এ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।৬	সিএটিজি-কেআইথার-এসআই-জিএমইউ-৭২-২৩-১ (ক্যাটরিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট)	কোমালি রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের ভেতরে এবং মাঝখানে পিএফ-০২-এ একটি জিএমইউ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।৭	সিএটিজি-কেআইথার-এসআইআই-জিএমইউ-৬৮-২৩-১ (ক্যাটরিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট)	সালমারি রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের অধীনে পিএফ-০২-তে একটি জিএমইউ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।৮	সিএটিজি-কেআইথার-এক্সসিআরআই-এসএমইউ-৭০-২৩-১ (ক্যাটরিং-পেশপাল মাইনর ইউনিট)	সালমারি রেলওয়ে স্টেশনে একগুপ্ত-৫৫র কাছে পিএফ-০১-এ একটি এসএমইউ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।৯	সিএটিজি-কেআইথার-এসএম-এসএমইউ-১৫১-২৩-১ (ক্যাটরিং-পেশপাল মাইনর ইউনিট)	সোমাইলি রেলওয়ে স্টেশনে এস এন্ড টি অফিসের কাছে পিএফ-০১-এ একটি এসএমইউ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।১০	সিএটিজি-কেআইথার-এলএফএসপি-এসএমইউ-৭৮-২৩-১ (ক্যাটরিং-পেশপাল মাইনর ইউনিট)	মালদা কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভ্যাট আইওসি সাইডিং এজের সামনে পিএফ-০১-এ একটি এসএমইউ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।১১	সিএটিজি-কেআইথার-এলএফএসপি-এসএমইউ-৬৯-২৩-১ (ক্যাটরিং-পেশপাল মাইনর ইউনিট)	সালমারি রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশনের নাম রোড এবং স্টেশন ভবন কেডব্লিউডি গ্রান্ডেজ মধ্যে পিএফ-০১-এ একটি এসএমইউ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।১২	সিএটিজি-কেআইথার-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৭৯-২৩-১ (ক্যাটরিং-পেশপাল মাইনর ইউনিট)	গুপ্ত মালাই রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েস্টেই হলের সামনে পিএফ-০১-এ একটি ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।১৩	সিএটিজি-কেআইথার-এসএম-এসএমইউ-১৫১-২৩-১ (ক্যাটরিং-পেশপাল মাইনর ইউনিট)	এ বছরের জন্য এসএসি-মাইলার জন্য পিএফ নং ০২ কুমারগঞ্জ প্রান্তে নির্ধারিত বি ক্যাটরিংর সামান্য রেলওয়ে স্টেশনে একটি এসএমইউ স্টল নং. ২৩-এর জন্য লাইসেন্স প্রদান।
এম।১৪	সিএটিজি-কেআইথার-ইকেআই-এসএমইউ-৭৪-২৩-১ (ক্যাটরিং-পেশপাল মাইনর ইউনিট)	একোমালি রেলওয়ে স্টেশনের সার্কেুলেটি এরিয়ার অ্যাপ্রোচ রোড এবং জিংও সাইড কল্লির কাছে একটি এসএমইউ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।
এম।১৫	সিএটিজি-কেআইথার-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৮০-২৩-১ (ক্যাটরিং-পেশপাল মাইনর ইউনিট)	গুপ্ত মালাই রেলওয়ে স্টেশনে পিপি শেডের ভেতরে এবং মাঝখানে পিএফ-০২-এ একটি এসএমইউ ক্যাটরিং স্টল বরাদ্দ।

বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ৪ ৩১-০১-২০২৫ তারিখে ১৩.৫০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বছের ব্যবধান ১০ মিনিট। আইআইআইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে লট ভিত্তিক বন্ধের সময় দেখা যাবে। **দ্রষ্টব্যঃ** সপ্তাহা দরদরতাদের আরও বিস্তারিত জানানো জন্য আইআইআইপিএস ওয়েবসাইটে **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম লিঙ্কিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রদম চিত্রে মায়ের সেতায়

ডিম্বাশ্রয় (দৈ), কাহারি

বরন ঘোষের দাবি আমার পকলিং দেওয়ার প্রশ্নও নেই।

কৌনরকম পকলিন নেই। সুতরাং

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice
The Chairman, Tarakeswar Municipality Extends Time for Bid Submission end date and Bid opening date for Road Safety work within Tarakeswar Municipality:
CORRIGENDUM
Sl

